জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উত্তরে প্রথম

হাতির হানায় মৃত কালচিনির চা-শ্রমিক রঞ্জিত ওরাওঁয়ের স্ত্রীকে চাকরি দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বক্সার উপঅধিকর্তা নিয়োগপত্র তুলে দেন

ঠান্ডা কমল

মকরসংক্রান্তি শেষ হতেই রাজ্যে ঠান্ডা কমল। বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে। বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা আরও বাড়বে

গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

লক্ষ্য মহিলাদের কর্মসংস্থান, প্রথম ইকো ট্যুরিজম হাব জলপাইগুড়িতে

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৪৬ ● ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২ মাঘ ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 246 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 17 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নেত্রীর নেতৃত্বে হাজরা থেকে মিছিল ■ জনতাকে যোগ দিতে আহ্বান

২২-এ বাংলায় সংহতি মিছিল

জেলায় বিকেল ৩টে থেকে

কলকাতায় শুরু হবে ৪টেয়

■ মঙ্গলবার। নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : ফের কলকাতার রাজপথে মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টেয় কলকাতায় সংহতি মিছিল করবেন হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান পর্যন্ত। আর ওইদিনই বেলা ৩টেয় বাংলা জুড়ে সংহতি মিছিল হবে জেলায়, ব্লকে। কলকাতায় মিছিলের আগে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পুজো দেবেন নেত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও সাধারণতন্ত্র দিবসের নানা অনুষ্ঠান রয়েছে। দল ও রাজ্য সরকার করবে। তাই ২২ জানুয়ারি আমি সংহতি মিছিল করব। নেত্রীর কথায়, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমি কোনও পাল্টা বা প্রতিবাদ মিছিল করছি না। কিন্তু সর্বধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ওইদিন বাংলার বুকে সংহতি মিছিল করব। আমি সব ধর্মের সকলকে এই মিছিলে আহ্বান জানাচ্ছি। সাধারণ মানুষও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করবে। তাই একে সম্প্রীতি মিছিলই বলছি। রামমন্দিরের সঙ্গে এই সম্প্রীতি মিছিলের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই বলেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মদিবস তাই আগের দিন আমরা কলকাতায় ও রাজ্যজুড়ে সম্প্রীতি মিছিল করব। (এরপর ১১ পাতায়)

ভাঙব না দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক

প্রতিবেদন : আমার রক্ত থাকতে দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, এদের ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই! হাত দিচ্ছে কোথায়? দক্ষিণেশ্বরে! ক'দিন বাদে বলবে কালীঘাটটা দিয়ে দাও! শুনব না। আমাকে যদি বলে নাখোদা মসজিদ ভেঙে দাও, আমি থোড়াই শুনব? আমি এসব মানতে বাধ্য নই। মানবও না।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অনেক কষ্ট করে দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করেছি। কোর্ট কেস পর্যন্ত হয়েছে। অনেক লড়াই করেছি। স্কাইওয়াকের কোনও ক্ষতি করে মেট্রোর কাজ মানব না। আমি সবাইকে বুঝিয়ে, সব ব্যবস্থা করে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের যানজট দূর করার জন্য স্কাইওয়াক করেছিলাম। কোনওমতেই সেখানে বুলডোজার চালাতে দেব না।

এদিন রেলের সঙ্গে কেন্দ্রকেও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন রেলমন্ত্রক সামলেছি, কোনও সমস্যা হলে কীভাবে তার সমাধান করতে হয়, তা আমি জানি। (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আবার হবে দেখা

আবার আসিব ফিরে
ভুটান পাহাড় ঘিরে,
ভালোবাসার পথ ধরে
পর্বতের শিখর জুড়ে
আমাদের হৃদয় ভরে।
আমার ভালোবাসার স্বর্গ।
রেখে দিলাম স্মৃতির ভোরে
স্বপ্নসূর্য সবুজ প্রান্তরে,
স্বপ্নসাথির সার্থকতায়
দোলায় দোলায় ছায়া মায়ায়
শান্তধারার শান্তির ছোঁয়ায়
বন্ধুত্বের নদীর ধারায়।
চিনলাম তোমায়,
দেখলাম তোমায়,
স্পর্শ করলাম
দোলা দিলাম
ভালো বাসলাম,
তুমিও বাসলে।
ধন্য তোমাদের আতিথেয়তা
পূর্ণ তোমাদের মহাত্মতা
সাথি তোমাদের একাগ্রতা
রূপের পাহাড় রূপবারতা
সবুজে সুফলে জীবনযাত্রা।
আবার হবে দেখা
হবে অনেক শেখা,
হাঁটব রাস্তা ধরে
ভুটান জানব নূতন করে।

অর্থ দিচ্ছে রাজ্য, আর স্কুল কলেজের রং কেন গেরুয়া?

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেরুয়া রং ও লোগো রাজ্য মানবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রতিটি রাজ্যকে কেন্দ্রের তরফ থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গেরুয়া রং ও কেন্দ্র নির্ধারিত লোগো ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে

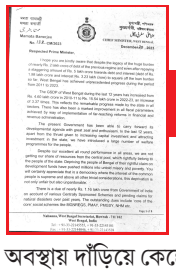

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

রাজ্যের বক্তব্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চলে রাজ্যের টাকায়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বয়ংশাসিত। সেখানে সরকার অযথা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা মানার অর্থ কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করার একটা চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই মানা সম্ভব নয়। রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অফিসের রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করে দিচ্ছে। রেলস্টেশন, মেট্রো স্টেশনে রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করে দিচ্ছে। কোনও কিছুই মানছে না। তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলো কেন্দ্রের এই আচরণে বিরুদ্ধে সবসময় ক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছে। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী জবাব চান কেন্দ্রের।

২০ জানুয়ারি থেকে শুরু বুথে বুথে সমাধান

প্রতিবেদন : দুয়ারে সরকারের পর রাজ্যে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা রাজ্যবাসীর পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আরও নাগালের মধ্যে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে নতুন কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'জনসংযোগ কর্মসূচি'। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে গিয়েও যাঁদের কাজ হয়নি, তাঁদের জন্য এই বিশেষ পরিষেবা দেবে রাজ্য সরকার। (এরপর ১১ পাতায়)

■ সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কভার পেজে নতুন পোস্টার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 January, 2024 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩০

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৩০-২০১০) এদিন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে লেকচারার পরে রিডার এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক হিসাবে বাংলা বিভাগের প্রধান হন। এছাড়াও তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। কিছুদিন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনাসমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯০৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) এদিন ময়মনসিংহ জেলার ঢালুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অধ্যাপক। গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল লোকসংস্কৃতি। এই বিষয়ে তিনি অনেক নিবন্ধও রচনা করেন। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ তিনিই বিশ্বের সমক্ষে প্রথম তুলে ধরেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য', 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল', 'পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২০১৪

সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম রমা দাশগুপ্ত। বাংলা ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৩-তে 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সেরা অভিনেত্রী' হিসেবে রুপো জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৯৭২-এ ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মান এবং ২০১২-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মাননা বঙ্গবিভূষণ প্রদান করে।

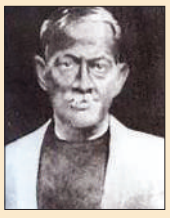

১৯৪০

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন পরলোকগমন করেন। ভারতে ফুটবল খেলার জনক। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ওয়েলিংটন ক্লাব গড়ের মাঠে দেশীয় ব্যক্তিদের প্রথম খেলার তাঁবু। তিনি এই ক্লাবে ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি, হকি ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আরও কিছু ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন বয়েজ ক্লাব (ভারতের প্রথম ফুটবল সংগঠন), ফ্রেন্ডস ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব প্রভৃতি। তিনি বলতেন, "আমি বুকের রক্ত দিয়ে ক্লাব তৈরি করেছি, বংশপরিচয় নিয়ে খেলোয়াড় তৈরি করিনি। জাতপাত নিয়ে খেলার আসর আমি সাজাব না, তৈরি করব খেলোয়াড় জাত।"

১৯৪২

মহম্মদ আলি (১৯৪২-২০১৬) এদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লুইভিলাতে জন্ম নেন। আসল নাম ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে জুনিয়র। পরে সুন্নি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করেন। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড তাঁকে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় ও বিবিসি তাঁকে শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত করে। ২২ বছর বয়সে তিনি সনি লিস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেন। ১৯৬৭-তে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিরোধিতার কারণে মার্কিন সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান করতে রাজি হননি। এই কারণে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বক্সিং উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়। জীবনের সেরা সময়ে পরবর্তী চার বছর কোনও ধরনের বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামতে পারেননি। বক্সিং জগতে ফিরে এসে আলি ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এ আবার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন।

২০১১

গীতা দে (১৯৩১-২০১১) প্রয়াত হন। থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী। মাত্র ছয় বছর বয়সে একজন মঞ্চশিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণ রেখা', 'কোমল গান্ধার', 'কত অজানারে', 'তিন কন্যার' মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৩০

গওহর জান (১৮৭৩-১৯৩০) এদিন পরলোক গমন করেন। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের গজল, দাদরা ও ঠুমরি গোত্রের গানের এক বিরল শিল্পী। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করে।

পার্টির কর্মসূচি

করলা দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও দেশপ্রিয় পরিষদ ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। ছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জুনেইদ, অনিল কুমার সাধুখাঁ, নিসারউদ্দিন লস্কর, আফতাব হোসেন লস্কর-সহ আরও অনেকে।

শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হাওড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নোনাপাড়া এলাকায় দুঃস্থ মানুষদের দুয়ারে গিয়ে কম্বল বিতরণ করা হল। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি পিনাকি গরাই, শিবপুর কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য ঘোষ সহ দলের আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯০৬

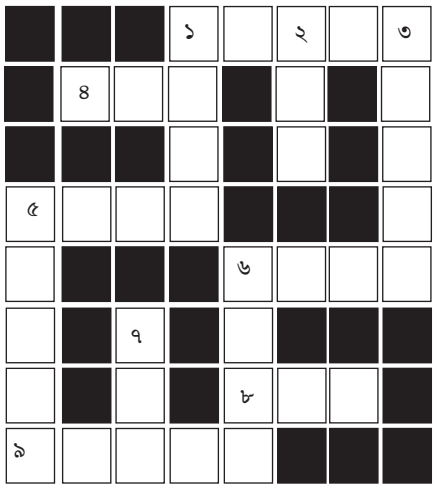

পাশাপাশি : ১. প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৪. বৃদ্ধি, আধিক্য ৫. অভ্যাসের অভাব ৬. ভ্রমণকারী, পথিক ৮. বাঘ ৯. সাদা দাগ।

উপর-নিচ : ১. উজ্জ্বলতা, দীপ্তি ২. সংযোগকারী ৩. সুরসপ্তকের তিনটি গ্রামের মধ্যে উচ্চগ্রাম, তারা ৫. অসংযত আচরণ ৬. পায়ের আঙুল ৭. '—আমার ভারতবর্ষ'।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯০৫ : পাশাপাশি : ১. অভিশাপ ৩. মর্কট ৫. কথা ৭. নতুন ৮. দহন ১০. নোকর ১২. সাইজ ১৪. শখ ১৭. ঘায়েল ১৮. লশকর। **উপরনিচ :** ১. অধিক ২. পতন ৩. মসনদ ৪. টক ৬. থাপক ৯. হদিশ ১১. রসাতল ১৩. জটিল ১৫. খবর ১৬. বিঘা।

১৬ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭২২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭২৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.০৩	৮৩.০৪
ইউরো	৯১.৮১	৯০.০৭
পাউন্ড	১০৬.২৮	১০৫.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেব

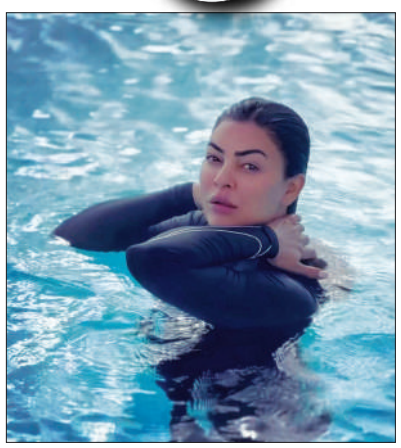

■ সুস্মিতা সেন

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের কাজ নয়। ওটা সাধু-সন্তদের কাজ। আমাদের কাজ পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা

আমারশহর

17 January, 2024 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৭ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

কেন্দ্র নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেবে রাজ্যই

প্রতিবেদন : কেন্দ্র নির্ভরশীলতা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার বন্দোবস্ত করে ফেলল রাজ্য। এবার রাজ্য সরকার নিজেরাই সম্বৎসর রাজ্যের গরিব মানুষকে রেশন দেবে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্য এবার থেকে বিনামূল্য রেশন দেবে সারা বছর। এ ব্যাপারে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন তিনি। কেন্দ্রের কোনও সাহায্য না নিয়েই তিনি বাংলার মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেবেন।

একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো একাধিক প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলছে না। রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার স্বীকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কেন্দ্র একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া তো দিচ্ছেই না, তার উপর এখন রেশন বাবদ রাজ্যের পাওনা সাত হাজার কোটি টাকাও আটকে রেখেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডিসেম্বর মাসে তিনি দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বকেয়া সংক্রান্ত আবেদন করেন। বকেয়া মেটানোর আশ্বাসও দেন তিনি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া মেলেনি। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, যে পরিমাণ বকেয়া ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেশনের ৭০০০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও টাকাই দিচ্ছে না কেন্দ্র। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবান্ন সূত্রে বলা হয়েছে, রাজ্য গরিব মানুষকে নিজেদের টাকায় চাল, গম ও অন্যান্য রেশনসামগ্রী দেবে সারা বছর। কেন্দ্রের টাকার উপর তারা আর ভরসা করবে না। এ ব্যাপারে সবরকম প্রস্তুতিও সারা হয়ে গিয়েছে। শুধু বাস্তবায়নের অপেক্ষা।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি চাই বাংলার ৪ খণ্ডের গবেষণাপত্র প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে চার খণ্ডের গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, তামিল, সংস্কৃত, তেলুগু, মালয়ালম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগুলো ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। আড়াই হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার বিবর্তন হয়েছে। তবু বাংলা ভাষাকে ধ্রপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। প্রামাণ্য গবেষণাপত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানোর কথাও ঘোষণার পর চার খণ্ডের গবেষণাপত্র নিয়ে ফের নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি চার খণ্ডে গবেষণাপত্র দেখান এদিন। বাংলার আড়াই হাজার বছরের ধ্রুপদী ভাষা-সংক্রান্ত গবেষণাপত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। তিনি ফের দাবি তোলেন, বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি লেখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার অনেক আগেই ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বাংলা ভাষাকে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রাচীনত্ব-সহ যেসব মাপকাঠি মেনে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, বাংলা ভাষা সেইসব মাপকাঠি পূরণ করে। তা সত্ত্বেও বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বাংলা ভাষার জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস, প্রাচীন লিপি সংক্রান্ত গবেষণা দেখাচ্ছে পণ্ডিত ও সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে এ-বিষয়ে চার খণ্ডে প্রামাণ্য গবেষণাপত্র তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের নাম বদল করে বাংলা করার দাবিও পুনরায় তোলেন তিনি।

বিজেপির সবাই চোর দলটাই ক্রিমিনালে ভরা

প্রতিবেদন : ওরাই সবথেকে বড় চোর। বিজেপির সবাই চোর। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপি নেতাদের একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, অলি গলি মে শোর হ্যায়, বিজেপির সব চোর হ্যায়। ওরা তৃণমূলকে চোর বলে। আর ওদের দলে তো চোর ভর্তি। সবাই ক্রিমিনাল। এজেন্সির প্রোডাকশন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজাসাপ্টা জানিয়ে দেন, যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে সব ছেড়ে চলে যাব, দু'বার ভাবব না। আমি যদি ভুল করি সমালোচনা করুন, খুশি হব। কিন্তু অযথা কুৎসা করবেন না। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন, বেতন বাবদ লাখ লাখ টাকা পেতে পারতেন তিনি। গত কয়েক বছর ধরে এক পয়সাও বেতন নেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেতন বা প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে পেনশন নেন না তিনি। তাঁর কথায়, প্রায় দেড় লাখ টাকা পেনশন পান, সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেতন। তা প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা হয় মাসে। কিন্তু, গত ১৩ বছর ধরে সেই টাকায় তিনি হাত দেননি। তিনি এক বেলা খান এবং এক বেলা খান না। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন, ''আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, ক্রস চেক করবেন, আমার কোনও আপত্তি নেই। বরং আমি তাতে আনন্দিত হব। এমনকী আমি যদি ভুল করি, আপনারা সমালোচনা করবেন। আমি খুশি হব।''

বিজেপি 'জোকার পার্টি'

প্রতিবেদন : বিজেপি এখন আর ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, ভারতীয় জোকার পার্টি। তাদের ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ড নিয়ে এবার ভারতীয় জোকার পার্টির দ্বিতীয় পর্বের ভিডিও প্রকাশ করল তৃণমূল। তৃণমূলের নবজোয়ারের এক্স হ্যান্ডেল থেকে হ্যাশট্যাগ দিয়ে বিজেপি হাটাও দেশ বাঁচাও লেখা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দিলীপ ঘোষের একাধিক অপ্রাসঙ্গিক, ভিত্তিহীন মন্তব্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ভিডিও। এছাড়াও, দেবী দুর্গাকে অপমান করেছিলেন দিলীপ ঘোষ, সেই ক্লিপিংসও দেখানো হয়েছে তাতে। দিলীপ ঘোষের ফুটবল, লাঠি খেলার মতো জোকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে ভিডিওতে।

গঙ্গাসাগরে ভাল কাজের স্বীকৃতিতে বিশেষ শংসাপত্র

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের সার্বিক উদ্যোগে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এক কোটির উপরে পুণ্যার্থীর আগমনে জনসমাগমের নিরিখেও অতীতের অনেক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা। রাজ্য প্রশাসনের যে সমস্ত কর্মী এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন তাদের এবার সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নবান্নে জানিয়েছেন গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের সম্মানিত করবে রাজ্য সরকার। পুলিশ কর্মী থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক সকলকেই আনা হবে এই পুরস্কারের আওতায়। তাদেরকে নিজেদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ শংসাপত্র দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে।

এ বছর রাজ্য সরকার ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করেছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের ৩৫ হাজারের বেশি কর্মী মেলা আয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৪ হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গণে। ২৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের জলপ্রহরী সজাগ ছিলেন। এঁদের সকলের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্তত ৩২২ জনকে পুরস্কার • খরচ হবে ৬ কোটি টাকা

কৃতী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য

প্রতিবেদন : বাংলার পদকজয়ীদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হাংঝৌ এশিয়ান গেমস, এশিয়ান প্যারা গেমস, ন্যাশনাল গেমসে পদকজয়ী সকলকেই আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে অন্তত ৩২২ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আগামী ২৫ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান হবে।

নবান্ন থেকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলার পদকজয়ীদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে এশিয়ান গেমস, এশিয়ান প্যারা গেমসে পদকজয়ীদের। এর জন্য রাজ্যের মোট ৬ কোটি টাকা খরচ হবে। বাংলার যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ ন্যাশনাল গেমসে পদক পেয়েছেন তাঁদেরও পুরস্কৃত করা হবে। ২০২৩ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমস থেকে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পদক এসেছিল ভারতের ঘরে। প্রায় ১০০-এর বেশি স্বর্ণপদক এসেছিল। ইকুয়েস্ট্রিয়ানে সোনা পেয়েছেন বাংলার অনুশ আগরওয়াল। বাংলাকে গর্বিত করেছেন। দেশকে গর্বিত করেছেন এমন সব কৃতী ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানাবে রাজ্য সরকার।

সম্পাদকীয়

17 January, 2024 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জায়গির নয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পদদলিত করা অভ্যাসে পরিণত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণ এখনও আর নতুন কথা নয়। বাদ দেওয়া হচ্ছে দেশের ইতিহাস। পাল্টে দেওয়া হচ্ছে জায়গার নাম, রাস্তার নাম। এমনকী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বদলে দিয়ে নাম দেওয়া হল নীতি আয়োগ। দেশের মানুষের কষ্টের টাকা খরচ করে তৈরি চলছে সেন্ট্রাল ভিস্তা, ২০০০ কোটি টাকার নতুন সংসদ ভবন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পরিবর্তনে দেশের মানুষের কী যায় আসে? কেন পরিবর্তন? কীসের জন্যে পরিবর্তন? নামগুলোতে কোন অসুবিধা তৈরি করেছিল দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকে? আসল উদ্দেশ্য, বিজেপি চায় না দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ থাকুক। সংবিধানের প্রথম শর্ত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বাবা আম্বেদকর-সহ সংবিধান প্রণেতাদের এই ভাবধারা মোটেই পছন্দ নয় বিজেপির। এখন রাজ্যগুলির উপর শুরু হয়েছে নতুন করে গা-জোয়ারি। বকেয়া বন্ধ করে দেওয়ার মতো অগণতান্ত্রিক, অনৈতিক, বেআইনি সিদ্ধান্ত তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে স্কুল-কলেজের রং বদলে দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রের নির্দেশিত লোগো লাগানোর অন্যায় আবদার। প্রথমত, স্কুলগুলি চলে রাজ্যের অর্থে। কলেজগুলিতে ইউজিসি-র অর্থের পাশাপাশি রাজ্যকেও প্রচুর পরিমাণে অর্থসাহায্য করতে হয়। তাহলে রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে কোনও কাণ্ডজ্ঞানে কেন্দ্র এইসব নির্দেশ পাঠায়? যৌথ তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলিতেও কেন্দ্রের দাদাগিরি চলছে। অন্যায় নির্দেশ দিচ্ছে। না মানলে বকেয়া বন্ধ করছে। ভেবেছেটা কী মোদি সরকার? ভারতবর্ষ কারও ব্যক্তিগত জায়গির নয়।

e-mail থেকে চিঠি

রাষ্ট্রের ধর্ম নাকি রাষ্ট্র ধর্ম, কোনটা জরুরি?

কে কোন ধর্মে বিশ্বাস রাখবেন এবং পছন্দের ধর্ম কীভাবে পালন করবেন তিনি, সেটা তাঁর ব্যক্তিরুচির ব্যাপার। প্রচলিত, প্রচারিত একটি ধর্মের অনুসারী না-হওয়াও একজন ব্যক্তির অর্জিত স্বাধীনতা হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। এমনকী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসও ব্যক্তির অধিকার। সকল শ্রেণির আস্তিক এবং এমনকী নাস্তিককেও সমানভাবে সুরক্ষা দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ। বিশেষ কারণে ধর্মীয় বিষয়ে যুক্ত হয়ে পড়া কিংবা তাতে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। তাতে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার নীতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাই প্রবল হয়। তাই ভারতের সংবিধানের নির্দেশ ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয় থেকে রাষ্ট্রনায়কদের নিরাপদ দূরত্ব রাখা হোক। কিন্তু মোদিযুগে এই নির্দেশ উপর্যুপরি লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিজেপির রাজনীতির মূল হাতিয়ারই হল ধর্ম। উগ্র হিন্দুত্বের তরিতে চেপেই বিজেপির উত্থান এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থেকেও তারা এই কানাগলির রাজনীতি থেকে বেরোতে পারল না। বরং প্রতিটি ভোটের আগে ধর্মের অস্ত্রেই বেশি করে শান দিয়ে থাকে তারা, তাতে ত্বরান্বিত হয় মেরুকরণের কারবার। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ইন্ধনে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বিতর্কিত সৌধ এক লহমায় ধূলিসাৎ হয়েছিল। ওটাই 'রামজন্মভূমি' দাবিসহ উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ঘোষণা করে দেন, রামমন্দির ওখানেই নির্মাণ করা হবে। ১৮০০ কোটি টাকার সেই মন্দির নির্মাণ এবার সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। প্রচারে এটাই তুলে ধরা হয়েছে যে, একমাত্র মোদির জন্যই এই 'অসম্ভব' সম্ভব হয়েছে। 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'! মোদির সামনে এখন প্রধানমন্ত্রিত্বে হ্যাটট্রিকের হাতছানি। এই সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় গেরুয়া শিবির। তাই মণিপুর এখন বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর 'ঘুম' ভাঙছে না। তিনি নীরব। সেখানকার মানুষ অসহায়, অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী তবু নির্বিকার! একবার সংসদে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। আপাতত তিনি মন্দির রাজনীতি আর হিন্দুত্বের তাস খেলে তৃতীয়বারের জন্য গদিতে বসতে আদা জল খেয়ে ময়দানে অবতীর্ণ। তাই তাঁর কাছে মণিপুর এখন দুয়োরানি। আর অযোধ্যার মন্দির এখন তাঁর সুয়োরানি।

— **তন্ময় ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

এজেন্সির ভয় আনবে না কো জয়

কেন্দ্রের সবক'টা তদন্তকারী এজেন্সি তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি আর নেতা-নেত্রীদের ফাঁসানোর কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু মানুষ শুধু যে সব দেখছেন তা নয়, তাঁরা বুঝেও ফেলেছেন, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তিতে কালি লাগানোর জন্য এসব নাটক চলছে। সুতরাং মোদি-শাহের এজেন্সির কারবার জনমানসে দাগ কাটতে পারবে না। দেওয়াল লিখন পড়ে ফেললেন **অনির্বাণ সাহা**

সত্যি কথাটা শুরুতেই খোলাখুলি বলে নেওয়া ভাল। মোদিজিদের ফিরতেই হবে মসনদে। শাসন করতে হবে ভারত। সেজন্যই তাঁদের ভাবটা এমন, এজেন্সি হাতে থাকলে ব্যবহার করব না কেন? আপ্তবাক্য এটাই।

আর সেজন্যই, নিজেদের ঘরে যাই থাক, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিরোধীদের ঘরে দুর্নীতি খুঁজতেও ব্যস্ত ওঁরা। বাকি রইল দেশ, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব। সোজা কথা, ওসব নিয়ে ভাবার সময় কোথায়?

সেদিন বাজারে আমাদের পাড়াতুতো মামা, সঞ্জয়বাবু বলছিলেন, সন্ত্রাসের ধরন এখন বদলে গিয়েছে। ঠিক কথা। শুধু গুলি-বন্দুক আর হুমকি দিয়ে এখন আর রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয় না। মোদি সরকার দেখিয়ে দিয়েছে, আজকাল সরকারি মেশিনারি কাজে লাগিয়ে জন্ম দেওয়া যায় এক নতুন সন্ত্রাসের। আইনের মধ্যে থেকেই। এই সন্ত্রাসে ইউএপিএ ধারা লাগে না, ১৮০ দিনের মধ্যে চার্জশিটও দিতে হয় না। শাসক তার পৃষ্ঠপোষক, আবার প্রতিরোধকও। বিরোধীরা সরকারকে চিঠি লেখে... কিন্তু তার উত্তর মেলে না। অপেক্ষায় থাকে তারা। জনতার জবাবের। জনতা যখন জবাব দেয়, তখন পালাবার দরজাটাকেও ছোট্ট জানলা মনে হয়। সেটা ওদের জানা আছে তো!

গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার এজেন্সি-হানা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি হানাদারি খুঁজে নিয়েছে বিরোধীদের ঠিকানা। বিজেপির ঘরে অভিযান? সেরকম একটিও ঘটনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অন্যদিকে, মোদি জমানার আগে যে ঘটনাক্রম কালেভদ্রে দেখা যেত, মোদির ভারতে সেটা নিত্যকর্ম। প্রাতঃকৃত্য সারার মতো ব্যাপার আর কী। আগামিকাল সকালেই হয়তো ঘুম ভেঙে কোনও বিরোধী নেতা দেখবেন, তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ইডি অফিসাররা। কোন মামলা? অভিযোগ কী? এফআইআর কোথায়? ওয়ারেন্ট? এসবই নগণ্য প্রশ্ন। কেবল সন্দেহের বশে এবং স্রেফ 'খবরের' ভিত্তিতে এই জমানায় তাঁরা হানা দিতে পারেন সর্বত্র। বলতেই পারেন, 'বেআইনি তো নয়! আইন মেনেই করছি। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সেই অধিকার এবং ক্ষমতা দিয়েছে।' কিন্তু বিজেপির কোনও নেতার বিরুদ্ধেই কি এমন অভিযোগ পাওয়া যায় না? সন্দেহও হয় না? কী আশ্চর্য!

ক্যামেরার সামনে তাড়া তাড়া নোট নিতে দেখা গেল শিশিরের সন্তান গদ্দারবাবুকে। বিরোধী দলে যাঁরা আছেন, তাঁদের ঘরে পৌঁছে যায় ইডি। কিন্তু ওই একই কাণ্ডে অভিযুক্ত গদ্দার বাবু বিজেপিতে চলে গিয়েছেন বলেই তিনি ইডির জালে ধরা পড়েন না। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ইডি অফিসাররা দেবেন না। কারণ, এই প্রশ্নগুলো উঠলেই তাঁদের কাছে বিষয়টি রাজনৈতিক। কেন্দ্রের শাসক দল বসে আছে এর জবাব দেওয়ার জন্য। তাদেরও আবার বিবেচনার ব্যাপার আছে। ইচ্ছে হলে দেবেন, না হলে স্রেফ এড়িয়ে যাবেন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কথা! ভাবটা এমন, বিরোধী নেতারা তো চিৎকার করার জন্যই আছেন। সবে গা করতেই হবে

গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার এজেন্সি-হানা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি হানাদারি খুঁজে নিয়েছে বিরোধীদের ঠিকানা। বিজেপির ঘরে অভিযান? সেরকম একটিও ঘটনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

নাকি? আমাদের ওয়াশিং মেশিন চলছে চলবে।

বাংলার মানুষ কিন্তু ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা। তাঁদের বলতে শোনা গিয়েছে, 'এবার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে পুরোটাই পলিটিক্যাল।' কে বললেন? নাঃ, তাঁর পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের ট্যাগ নেই। সেই ব্যক্তি হয় কোনও স্কুলের শিক্ষক, কোনও প্রাইভেট দফতরের বড়বাবু, কিংবা কোনও আশাকর্মী। তাঁরা কি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য সরব হলেন? মোটেই না। তিনি বিরোধী দলের সমর্থক হতে পারেন,নাও পারেন। কিন্তু তিনি সচেতন নাগরিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

দশ বছর আগে যে তালিকায় অমিত শাহের নাম ছিল, সেটাই এখন খুঁজলে পাওয়া যাবে আস্তাকুঁড়ে। বদলে গিয়েছে তালিকা। নতুন নাম। নতুন দল। এখানে এখন জ্বলজ্বল করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রী-কাউন্সিলরের নাম। ভোটের কাউন্টডাউনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তালিকাটা দীর্ঘ হচ্ছে। আরও হবে। বাংলায় তো বটেই। তার কারণ অবশ্যই দু'টি।

প্রথমত, ইগো। একুশ সালে বাংলার ভোটারকুল এবং তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিজেপির দিবাস্বপ্ন মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, তার জ্বালা ভুলতে পারেননি মোদি-শাহ। তারপর থেকে তাই শুরু হয়েছে লাগাতার বঞ্চনা, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং এজেন্সির অতিসক্রিয়তা। সংগঠনের অভাব। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো সবকিছুই এজেন্সি দিয়ে ঢাকার আয়োজন। কেন্দ্রে বিজেপির সরকার। বিরোধীদের ঘরে এজেন্সি হানায় তাদের ভূমিকা থাকাটাই স্বাভাবিক।

ভবিষ্যতে যে দল বা জোট কেন্দ্রের সরকারে আসবে, তারাও একই পথে হাঁটতে পারে। কিন্তু বঙ্গ বিজেপিতে বিষয়টা তাক লাগানোর মতো। এখানে বিজেপির গদ্দার অধিকারী চুনোপুঁটি যেভাবে বলে বলে এজেন্সি অভিযানের দিনক্ষণ মিলিয়ে দিচ্ছেন, তাতে খুব শিগগির বিসিসিআই এবং মৌসম ভবন তাঁর দ্বারস্থ হতে পারে। বিসিসিআই বলবে, আপনি আগামী বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ক্রিকেট দলটা বেছে দিন। এমন ব্যাটসম্যান দলে নেবেন, যাদের কেউ সেঞ্চুরির নীচে রান করবে না। আর মৌসম ভবন বলবে, আপনি আবহাওয়ার পূর্বাভাসটা বরং দিয়ে দিন। স্যাটেলাইটের খরচ বেঁচে যাবে। সেই নেতার ভবিষ্যদ্বাণীর জোর এতটাই। দিন দুয়েক আগে সেই তোলাবাজ গদ্দার গিরগিটি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, ব্যাগ গুছিয়ে ফেলুন। শীতের জামাকাপড় অবশ্যই নেবেন। আপনাদের অনেকেরই জেলে যাওয়ার সময় হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের পরই কিন্তু শোনা যাচ্ছে, দু'মাসের একটা বড়সড় কর্মসূচি নিয়েছে ইডি-সিবিআই। অর্থাৎ এজেন্সি রাজনীতির ঝড় বইছে পুরোদমে।

একুশের ভোট তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, বিজেপিকে হারাতে পারেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদের ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন জননেত্রী। বিজেপির একদল সমর্থক বলে, মোদি একটি জনসভা করলে ৩ শতাংশ ভোটের হেরফের হয়ে যায়। সেই তত্ত্ব বাংলায় এলেবেলে করে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের জনভিত্তি। আর সেজন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীদের এত হেনস্তা!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তীর্থ শেষে এবার ঘরে ফেরার পালা

নৈহাটির শিবদাসপুরে পারিবারিক অশান্তির মর্মান্তিক পরিণতি

নাবালক দুই সন্তানকে মেরে আত্মঘাতী শিক্ষক

প্রতিবেদন : মাঠের মধ্যে একটি গাছে বাবার ঝুলন্ত দেহ। ঠিক তার নিচেই মৃত নাবালক ছেলে ও মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। মঙ্গলবার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির শিবদাসপুর থানা এলাকার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম জ্যোতিপ্রকাশ মণ্ডল। তিনি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। মেয়ে লাজবন্তীর বয়স ৯, ছেলে জয়মাল্যর বয়স ১৩। পরিবারের সদস্যদের অনুমান, ছেলেমেয়েকে খুন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের ধারণা, পারিবারিক অশান্তির পরিণামে এই মর্মান্তিক ঘটনা। জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী লাবণী মণ্ডল পুলিশকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামীর সঙ্গে বনিবনা চলছিল না তাঁর। অভিযোগ, বিদ্যুতের শক দিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ একবার তাঁরও প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এবারে দুই সন্তানকে খুন করে জ্যোতিপ্রকাশ আত্মঘাতী হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য। এই ঘটনার নেপথ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী লাবণী মণ্ডল।

পরিবারের বক্তব্য, সোমবার বিকেলে জ্যোতিপ্রকাশ ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন। বাড়িতে বলেছিলেন, ঘুরতে যাচ্ছেন। জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী লাবণী সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ঠাকুরমা মারা যাওয়ায় স্বামীর কাছে ছেলেমেয়েদের রেখে সেখানে গিয়েছিলেন। রাত পর্যন্ত সন্তানদের নিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এলাকায় খোঁজখবর নিতে শুরু করেন তাঁরা। কিন্তু তিনজনেরই সন্ধান মেলেনি। তাই সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির লোকেরা তিনজনের মৃত্যু সংবাদ পান। পাশের বুদুরিয়া গ্রামে রামচন্দ্রপুর হাজরাতলা এলাকায় জ্যোতিপ্রকাশবাবু একটি জমি কিনেছিলেন। সেখানেই ছেলেমেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাতসকালে ওই জমি থেকে বাবা, ছেলে, মেয়ের দেহ দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিবদাসপুর থানার পুলিশ। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। স্থানীয় ও পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

গঙ্গারতির সাফল্য

ভিড় সামলাত নতুন জায়গার ভাবনা পুরসভার

প্রতিবেদন : ভিড় হচ্ছে ব্যাপক। পাল্লা দিয়ে উদ্দীপনাও বাড়ছে মানুষের মধ্যে। সেই কারণে গঙ্গারতি বাজে কদমতলা ঘাটের বদলে আরও কোনও সুবিধেজনক প্রশস্ত জায়গায় করা যায় কি না তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। উপযুক্ত কোনও নতুন জায়গার সন্ধান পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে এখনই স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। কলকাতার অন্যতম প্রধান এই আকর্ষণ এবার দেখা যেতে পারে মিলেনিয়াম পার্কের ঘাটে। একবছরেরও কম সময়ে যেভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই আরতি, তাতে বাজে কদমতলা ঘাটে এবার দর্শনার্থীদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে পুরসভার কাছে। এই গঙ্গাআরতির ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ তারক সিং জানালেন, বাজে কদমতলা ঘাটের জায়গাটা খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে। লোক খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। যত জনপ্রিয়তা বাড়ছে, লোকজন তত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই আমরা জায়গা বদলের চিন্তাভাবনা করছি।

বইমেলায় এবার বৃক্ষরোপণ উৎসব

বইমেলা শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে-সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবেদন : ছাপার অক্ষরে বই প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে কাগজের। আর এই কাগজ আসে গাছ থেকে। তাই এই প্রথম বইমেলায় বৃক্ষরোপণ করার উদ্যোগ নেওয়া হল। বইমেলার একটি বিশেষ দিনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হবে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। এবারের মেলায় শিশুদিবস, বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস, কান্ট্রি দিবসও পালন হবে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। সঙ্গে থাকবেন ব্রিটিশ উপরাষ্ট্রদূত অ্যালেক্স এলিস সিএমজি। গিল্ড সভাপতি জানিয়েছেন, বই প্রকাশক হিসেবে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর কাগজের প্রয়োজন হয়। তাই এবার বইমেলা প্রাঙ্গণে একদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। যা এবারই প্রথম।

এছাড়াও এই বছর কেএমডিএ, নগরোন্নয়ন দফতরের মতো সংলগ্ন সরকারি দফতরকে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়েছে ছুটির দিনে পার্কিং দেওয়ার জন্য। ২০০-র বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। দমকল বিভাগের তরফ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে।

স্ত্রীকে টুকরো টুকরো করে কেটে খালে ভাসালেন স্বামী

প্রতিবেদন : রাজধানীর বুকে লিভিং পার্টনারকে খুন করে ফ্রিজের মধ্যে দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে লুকিয়ে রাখার সেই নৃশংস ঘটনায় শিউরে উঠেছিল সারা দেশ। প্রায় একই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হল মধ্যমগ্রাম। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে নুরউদ্দিন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে টুকরো টুকরো করে কেটে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে বলে উঠেছে অভিযোগ। খাল থেকে মুখের কিছুটা অংশ, হাতের টুকরো উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে গলার নীচ থেকে পেট পর্যন্ত অংশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই মহিলার নাম সায়রা বানু। তাঁকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে নুর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কিছুদিন আগেই স্ত্রী নিখোঁজ হয়েছিলেন বলে মিসিং ডায়েরি করেছিল থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। নুরউদ্দিনকে জেরা করা শুরু হয় আর তাতেই মেলে বেশ কিছু অসঙ্গতি। এর মধ্যেই সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বিষ খায় নুরউদ্দিন। স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই অভিযুক্ত স্বীকার করে যে সে স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। প্রমাণ লোপাট করতে স্ত্রীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে খালের জলে ফেলে দেওয়ার কথাও জানায় নুর। মধ্যমগ্রামের রোহান্ডার খাল থেকে দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু স্ত্রীর, জখম স্বামী

প্রতিবেদন : ফের বনগাঁয় পথ দুর্ঘটনার বলি এক গৃহবধূ। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে স্বামীর মোটর বাইকে বাড়ি ফেরার সময় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল শ্রাবণী পালের। আহত স্বামী সৌমেন পাল হাসপাতালে ভর্তি। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ছয়ঘড়িয়ায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও বনগাঁর শিমুলতলা এলাকার বাসিন্দা সৌমেন ও শ্রাবণী তাঁদের ছেলেকে মোটর বাইকে করে স্কুলে দিতে যান। ছেলে পড়ে ছয়ঘড়িয়ার সেন্ট জোসেফ স্কুলে। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে দু'জন বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। যশোর রোডে পেট্রাপোলের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারলে রাস্তায় পড়ে যান দু'জনই। শ্রাবণীকে পিষে দেয় ট্রাকটি।

চুনোপুটি থেকে ৫০ কেজি, হরেকরকম মাছের সন্ধান মেলায়

সংবাদদাতা, হুগলি : কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি। আর যদি একটা গোটা মেলাই হয় মাছের সম্ভার নিয়ে তাহলে তো কথাই নেই। তাই প্রায় ৫১৬ বছরের পুরনো ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলা এখনও একইরকম জনপ্রিয়। বলা যায় জনপ্রিয়তা আরও দিন দিন বাড়ছে। রুই, কাতলা, ইলিশ, ভেটকি, ভোলা থেকে শুরু করে শুটকি, কী মাছ নেই এখানে। চুনোপুঁটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় সেখানে। তবে এই মেলার পত্তনের পেছনেও রয়েছে এক ইতিহাস। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য ছিলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে একদিনের এই মাছের মেলা। রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি দীক্ষা নেওয়ার জন্য পানিহাটিতে স্বামী নিত্যানন্দের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর বয়স মাত্র ১৫ হওয়া দীক্ষা দেননি তিনি। বরং তাঁর ভক্তির পরীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন নিত্যানন্দ। মেলার সূত্রপাত হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরই। দীর্ঘ নয় মাস পর বাড়ি ফেরেন তিনি। সেই আনন্দে তাঁর বাবা গোবর্ধন গোস্বামী গ্রামের মানুষকে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গ্রামের মানুষ তার ভক্তির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কাঁচা আমের ঝোল ও ইলিশ মাছ খাওয়া আবদার করে। তিনি তখন বাড়ির পাশে আমগাছ থেকে জোড়া আম ও পাশের জলাশয়ে জাল ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরে মাছের মেলা।

সেই অনুযায়ী জাল ফেলতেই মেলে জোড়া ইলিশ। এরপর থেকে প্রত্যেক বছর ভক্তরা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মাছের মেলার আয়োজন করে থাকেন। সেই সময় থেকেই পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ মেলা চলে আসছে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মাছ ব্যবসায়ী নদী, পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে আসেন এই মাছের মেলাতে এবং তা বিক্রি করেন। এই মেলায় শুধু স্থানীয়রাই নন। হুগলি ছাড়াও আশপাশের বর্ধমান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া থেকেও লোকজন এই মেলায় ভিড় করেন। ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা কেজি দরে সেখানে মাছ বিক্রি হয়। শুধু মাছ বিক্রিই নয়, পাশের আমবাগানে পিকনিকের আয়োজনও করেন অনেকেই।

মঙ্গলবার রাতে চিনারপার্কে দশদ্রোণ এলাকায় একটি বহুতলের একতলায় রঙের দোকানে আগুন লাগে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে

মেলা শেষে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার

সাগরতটে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ৬ মন্ত্রী

প্রতিবেদন : পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার। মেলা ভাঙতেই পরিবেশ রক্ষায় ঝাঁটা হাতে বালুকাবেলায় নামলেন রাজ্যের ছয় মন্ত্রী। বিশাল সংখ্যক জনসমাগমের জেরে সৈকতে স্বাভাবিক ভাবেই আবর্জনার স্তূপ জমেছে। তাই মেলা শেষ হতেই রাজ্য ছয় মন্ত্রী ঝাড়ু হাতে নেমে পড়লেন সৈকত ও কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গণ পরিষ্কারের কাজে। মঙ্গলবার অরূপ বিশ্বাস, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বোস, ইন্দ্রনীল সেন গঙ্গাসাগরের ৬ নম্বর বিচে ঝাড়ু হাতে সমুদ্রতটে ঝাঁট দিলেন। এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা ছিল প্লাস্টিক-মুক্ত। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবারের মেলায় প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। তাই এত পুণ্যার্থীর ঢলে মেলা প্রাঙ্গণ আবর্জনায় ঢেকেছিল। তবে মেলা শেষ হতেই সাফাই অভিযানে নেমে পড়লেন খোদ মন্ত্রীরাই। তবে এদিন মন্ত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক এবং সাগর ব্লকের আধিকারিকরা। মকরসংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গঙ্গাসাগর যেন মিনি ভারতে পরিণত হয়েছিল। পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি পুণ্যস্নান সারেন মন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা। মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নান করতে নানা ভাষা নানা সংস্কৃতির মানুষ এসেছিলেন সাগরে। নিজেরা নিজেদের মতোই ভক্তিভরে সাগরে স্নান করার পাশাপাশি প্রাণভরে ভক্তির সাথে করছে তর্পণ। কেউ কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে করছে প্রার্থনা। কনকনে শীত উপেক্ষা করে পাপমুক্ত হতে সাগরে দিয়েছেন ডুব, আবার কেউ বাছুরের লেজ ধরে করছেন বৈতরণী পার। নানান ভাষার সাধুরা সাগরে জটা ধরে দিচ্ছেন ডুব। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, নেপাল, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যলাভের আশায় সাগরে এসেছেন পুণ্যার্থীরা। এবার পুণ্যস্নান সেরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন বহু পুণ্যার্থী। গঙ্গাসাগর মেলায় যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কড়া নজরদারি ছিল প্রশাসনের। আর সেই লক্ষ্যে সফল হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেই কারণে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে 'গঙ্গাসাগর সাফাই' অভিযানে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও আধিকারিকরা।

দেশের সেরার তালিকায় রাজ্যের তিন হাসপাতাল

প্রতিবেদন : নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সাফল্যের স্বীকৃতি। দরাজ সার্টিফিকেট কেন্দ্রের। দেশের সেরা হাসপাতালের তালিকায় স্থান পেল কলকাতার ৩টি সরকারি হাসপাতাল এন আর এস, আর জি কর এবং বি সি রায় শিশু হাসপাতাল। সদ্যোজাত শিশু এবং প্রসূতি স্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই ৩টি হাসপাতালকে বিশেষ স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তিনটি হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা এবং শিশু-প্রসূতিদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের জন্য শংসাপত্র দেওয়া হবে। তিন বছরের জন্য দেশের সেরা হাসপাতালের তালিকাভুক্ত হল রাজ্যের এই ৩ বৃহৎ হাসপাতাল। প্রতিটি হাসপাতালকেই দেওয়া হবে বিশেষ আর্থিক অনুদান। এই টাকা হাসপাতালের উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর জন্যে ব্যয় করতে হবে। উল্টোদিকে বি সি রায় শিশু হাসপাতালকে এক বছরের জন্যে 'মুসকান' শংসাপত্র ও ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে। এই শংসাপত্র ও স্বীকৃতিতে রীতিমতো উচ্ছসিত হাসপাতালগুলি। সন্তোষপ্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা। ব্লক থেকে জেলা হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং শিশু ও প্রসূতি স্বাস্থ্যের উন্নয়নে 'লক্ষ্য' এবং 'মুসকান' পুরস্কার চালু করেছে দিল্লি। প্রায় তিন বছর আগে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ পরিচ্ছন্নতার জন্য 'লক্ষ্যে' পুরস্কার পেয়েছিল।

এন আর এস, আর জি কর, বি সি রায় শিশু হাসপাতাল

মুড়িগঙ্গার চরে আটকে গেল ভেসেল

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে বিপত্তি। ৪০০ জন পুণ্যার্থী নিয়ে মুড়িগঙ্গা নদীর নতুন চরে আটকে গেল ভেসেল। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দুটি স্পিড বোট নিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মধ্যরাতে। উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ভেসেলে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে কাকদ্বীপের লট এইট ঘাটে পাঠানো হয়েছে। ঘন কুয়াশায় পথ হারান ভেসেল চালক। মুড়িগঙ্গার নতুন চরে যাত্রী বোঝাই একটি ভেসেল প্রায় ৫ ঘণ্টা আটকে ছিল। প্রথমে ১২টি স্পিড বোট নিয়ে পৌঁছয় এনডিআরএফ। হোভার ক্রাফট নিয়ে উদ্ধারকাজে নামে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী।

তৎপর প্রশাসন

চলছে যাত্রীদের উদ্ধারের কাজ।

মাঘ পড়তেই বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : প্রথমদিকে নিরাশ করলেও মকরসংক্রান্তিতে সেই অভাব পূরণ করে দিয়েছে শীত। পৌষের কম্পন অনুভব করছেন রাজ্যবাসী। তবে এই শীত কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তাই নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। মকরসংক্রান্তিতে হু হু করে নেমেছে তাপমাত্রা। যদিও এই শীত দীর্ঘস্থায়ী নয়। খুব তাড়াতাড়ি আবার বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা। কলকাতায় আবহাওয়ার পরিবর্তন।

যাদবপুর জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : রাজ্যপালের অনৈতিক ও বেআইনি সিদ্ধান্তের জন্যই অচলাবস্থা শুরু হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই শীঘ্রই যাদবপুরের জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যাদবপুরে অচলাবস্থা কেন সৃষ্টি হয়েছে? কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, কার কথায় সৃষ্টি হয়েছে তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। আমরা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাড়াতাড়ি এর ফয়সালা চাইছি। যেভাবে একক মানসিকতা কুক্ষিগত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমাদের মতো রাজ্যে কাম্য নয়। একই সঙ্গে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকেও সম্মান করেন না, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকে অস্বীকার করতে চাইছেন, এটা ঠিক না। এদিকে, বিদ্যাসাগর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ আছে আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি ফেলনা? কার্যত এই চাঁচাছোলা ভাষাতেই এদিন আচার্য সি ভি আনন্দ বোসকে নিশানা করে প্রশ্ন তুললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। আচার্যের দ্বিচারিতা নিয়েও নিন্দা করেছেন তিনি। এদিকে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছে আবুটা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে উপাচার্যকে অপসারণ করা যেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগণিত ছাত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তিতে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন না পেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। উপাচার্যের অনুপস্থিতির কারণে পরিকল্পনা উন্নয়নের কাজ, এনবিএ এবং এনএএসি-সম্পর্কিত কাজ, ছাত্রদের ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ, গবেষণা প্রকল্প সংক্রান্ত কাজ, ভর্তি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য অনেক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে তিনি যে নতুন কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না সে বিষয়ে তিনি অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে অপসারণ করেছিলেন। উপাচার্যকে অপসারণ করা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত।

রাজস্থানের থর মরুভূমি জয় হাওড়ার ১০ অভিযাত্রীর

সংবাদদাতা, হাওড়া : পায়ে হেঁটে থর মরভূমি অভিযান। সমুদ্র, পাহাড়ের পর এবার থর মরুভূমি অভিযান সফলভাবে শেষ করলেন হাওড়ার একটি অ্যাডভেঞ্চার সংগঠনের ১০ সদস্য। রাজস্থানের জয়সলমেঢ় জেলার খুঁড়িগ্রাম থেকে ৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল মরু অভিযান। ঝুড়ো বালির একের পর এক পাহাড় অতিক্রম করে ৬ দিনে প্রায় ১০০ কিমি বালির পথ পাড়ি দিয়ে খুড়িতেই শেষ হয় এই মরু অভিযান। এই অভিযানে ৫ রাত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি ঠান্ডায় তাঁবুতেই রাত কাটিয়েছেন ১০ জন। রান্না, খাওয়াদাওয়া সব কিছুই করতে হয়েছে অভিযাত্রী দলের সদস্যদের। খুড়িগ্রাম থেকে শুরু করে একে একে তালাও কি ধানি, থার কি ধানি, মানেরি, নিম কি ধানি সহ একাধিক নাম না-জানা অঞ্চল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন অভিযাত্রী দলের সদস্যরা। ঝুড়ো বালির চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তা ধরে এগোতে থাকেন তাঁরা। এরই মধ্যে বারেবারে জলকষ্টের মুখে পড়েন সবাই। তারই মধ্যে ছিল কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। সঙ্গে জুতোতে ঝুড়ো বালি বা চোরকাঁটা বিঁধে বারেবারেই চলার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে চলার পথে কখনও বালির ঢিপি, কখনও জঙ্গল পথ পেরোতে হয়েছে। রাতে ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বালিও কার্যত বরফ ঠান্ডায় পরিণত হয়েছে। এই অভিযাত্রী দলের ৯ জন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। সকলেই দুর্গম পথ অবলীলায় পার হয়ে যান। অভিযাত্রী দলের প্রধান উজ্জ্বল দাস বললেন, সমুদ্র সৈকত ও পাহাড়ের ট্রেকিংই সচারচর হয়ে থাকে। সেই বাঁধাধরা অভিযান থেকে বেরিয়ে মরুভূমির রুক্ষ সৌন্দর্যকে উপভোগ করতেই আমাদের এই অভিযান। জলকষ্ট, ঝুড়োবালি থেকে তীব্র ঠান্ডা এইরকম একাধিক বাধাকে অতিক্রম করে আমরা সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি অভিযান। অভিযানে বেরিয়ে এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করাই তো অ্যাডভেঞ্চার। হাওড়ার অভিযাত্রী দলের মরু অভিযান সফলভাবে শেষের খবর পেয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ ও 'অর্জুন' পুরস্কার জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, হাওড়ার অভিযাত্রী দলের মরু অভিযান শেষ করার খবর পেয়ে খুবই ভাল লাগছে। ওঁরা হাওড়ায় ফিরলেই এই সাফল্যের জন্য ওঁদের সংবর্ধনা দেব।

থর মরুপ্রান্তে অভিযাত্রীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫০ বিঘা জমির আলুখেত তছনছ করল একপাল হাতি। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েক বিঘা জমির বিন, মটরশুঁটির মতো সবজিও। সোমবার গভীর রাতে নাগরাকাটার আংরাভাসা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খয়েরকাটায়

■ সেলাই মেশিন ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন, বিধায়ক অতীন ঘোষ, পুর প্রতিনিধি ডাঃ কাকলি সেন ও কার্তিক মান্না। মঙ্গলবার, চিড়িয়া মোড়ে।

সালানপুর ব্লকে সম্প্রীতি উৎসব

উৎসব উদ্বোধনে বিধান উপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, সালানপুর : প্রথম বর্ষের সালানপুর ব্লক সম্প্রীতি উৎসবের প্রদীপ প্রজ্জলন করে সূচনা করলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। মেয়র বলেন, বড় বড় শহরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সালানপুর ব্লক। এই ধরনের অনুষ্ঠান সম্ভবত আসানসোল ও দুর্গাপুর কিংবা কলকাতা শহর অঞ্চলেই হয়ে থাকে। তা যে সালানপুরেও করা যেতে পারে তা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত। উৎসব ১৬ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সালানপুর ব্লকের শ্রমিক মঞ্চে চলবে। ব্লকের বিভিন্ন গোষ্ঠী স্টল করেছে। হস্তশিল্প, জামাকাপড়, খাবার সহ একাধিক দোকান এই মেলায় রয়েছে। তাছাড়া ছিলেন ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস, কৈলাসপতি মণ্ডল, বিদ্যুৎ মিশ্র, মহম্মদ আরমান, বেবি মণ্ডল প্রমুখ।

তুষারপাত দার্জিলিংয়ে

■ পর্যটকদের পোয়া বারো। ফের তুষারপাত শুরু হয়েছে দার্জিলিংয়ে। মঙ্গলবার বেলার পর থেকে তুষারপাত শুরু হয়। ঘুম, টাইগার হিল, সান্দাকফুতেও এদিন বরফ পড়েছে। তুষারপাত হয়েছে ছাঙ্গু, লাচুং, লাচেন, টুংলিংয়ের মতো এলাকায়। নেওড়া ভ্যালির উপরে আরও বেশি উচ্চতায় তুষারপাতের খবর মিলেছে।

দমদমের খাদ্যমেলা নালে-ঝোলে দেদার ভোজ, চলছে ছাঁদাবাঁধাও

সংবাদদাতা, দমদম : দমদমের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যমেলা নালে-ঝোলে ২০২৪ শুরু হল। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে। মেলা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১১তম বর্ষে, মঙ্গলবার মেলার উদ্বোধন করেন ব্রাত্য বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধানসভার উপমুখ্য সচেতক তাপস রায়, সাংসদ সৌগত রায়। ছিলেন রতন ঘোষ, অদিতি মুন্সি, কাঞ্চন মল্লিক, অম্বরীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। মেলায় ৩৮টি স্টল দেওয়া হয়েছে। কলকাতার নামীদামি খাবারের স্টলও রয়েছে। দমদম খাদ্যমেলা শুরু হয়েছিল ১১ বছর আগে। তখন মেলাটি হত দক্ষিণ দমদমের দাগা কলোনিতে। ক্রমেই এর ব্যাপ্তি এবং কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় এবারই প্রথম মেলাটি স্থানান্তরিত হয়ে ইন্দিরা ময়দানে হচ্ছে। এই মেলার আয়োজন প্রথম থেকেই করতেন বিধায়ক ব্রাত্য বসু। সঙ্গে থাকতেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও এই জুটি সক্রিয়। প্রথম দিন থেকেই খাদ্যমেলা মানুষের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে। শীতের দিন খেয়ে আরাম। তাই মানুষজন নিজেরা এ-স্টল ও-স্টল ঘুরে ঘুরে খাচ্ছেন, নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতেও।

মঞ্চে ব্রাত্য বসু, সৌগত রায়, রথীন ঘোষ, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অম্বরীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

তিনদিনের বাংলা মোদের গর্ব

অনুষ্ঠানে আছেন সুকান্ত পাল, ডাঃ নির্মল মাজি, দীপপ্রিয়া পি, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলা প্রশাসন ও তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আমতার ব্যাতাইয়ের জয়চণ্ডী অ্যাথলেটিক ময়দানে শুরু হল তিনদিনব্যাপী 'বাংলা মোদের গর্ব' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার উদ্বোধন করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। আমতা ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল, ডাঃ নির্মল মাজি, হাওড়ার জেলাশাসক দীপপ্রিয়া পি, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রতিদিনই বিভিন্ন লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এরই সঙ্গে 'কারার ঐ লৌহকপাট' শীর্ষক এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন দফতরের রকমারি স্টল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও হরেকরকম সামগ্রীর সুসজ্জিত পসরাও। সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরা হচ্ছে এখানে।

বিষাণ-সুরে সমাপ্তি গঙ্গাসাগর মেলার

■ কুরুক্ষেত্রে প্রতিদিন যুদ্ধের শুরু ও সমাপ্তি ঘোষণা হত শঙ্খধ্বনিতে। অনেকটা সেই ধাঁচেই গঙ্গাসাগর মেলার সমাপ্তি হল সাধুর বিষাণ-ধ্বনিতে। মেলা শেষে পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফেরার তাড়া। পাশাপাশি প্রশাসন কোমরবেঁধে নেমে পড়েছে মেলাপ্রাঙ্গণ সাফাই করে পুরনো চেহারা ফিরিয়ে দিতে। আবার আগামী বছরের জন্য প্রতীক্ষা।

বালুরঘাটে শুরু হল ছয়দিনের নাট্যপার্বণ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : ক'টা দিন বালুরঘাটের মানুষ মজে থাকবেন নানা রসের, নানা আঙ্গিকের নাটকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে নাটকের শহর বালুরঘাটে শুরু হল নাট্যপার্বণ। মঙ্গলবার থেকে বালুরঘাটের নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রে শুরু হওয়া নাট্যপার্বণের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, সিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ দাস, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। জানা গিয়েছে, চলতি বর্ষের এই নাট্যপার্বণ দ্বিতীয় বর্ষে। এই নাট্যপার্বণে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৯টি নাট্যদল অংশ নিচ্ছে। তারা নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের অন্তরঙ্গ, মুক্তমঞ্চ ও রঙ্গমঞ্চে নিজেদের নাটক মঞ্চস্থ করবে। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, নাটকের জন্য নাট্য উৎকর্ষ-এর মতো পরিকাঠামো শুধু বালুরঘাট বা সারা রাজ্যের মধ্যে নয়, সারা ভারতেও এরকম পরিকাঠামো খুব বেশি জায়গায় নেই। বিপ্লব মিত্র বলেন, বালুরঘাট নাটকের শহর হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতের নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে। পাশাপাশি নাটককে এদিন তিনি জীবনের দর্পণ বলেও অভিহিত করেন। নাট্যপার্বণ চলবে ২১ জানুয়ারি অবধি।

নাট্যপার্বণের সূচনায় বিপ্লব মিত্র। মঙ্গলবার, বালুরঘাটে।

সন্দেশখালি গ্রেফতার আরও তিন

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : সন্দেশখালি-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে সক্রিয়। ফের গ্রেফতার করা হল তিনজনকে। শেখ শাহজাহান অধরা থাকলেও গত দুই দিনে মোট চারজনকে গ্রেফতার করার পর মঙ্গলবার ভোরবেলায় ন্যাজাটের আজগরা এলাকা থেকে এনামুল শেখ, আজিজুল শেখ ও হাজি নুর নামে তিনজনকে গ্রেফতার করল ন্যাজাট থানার পুলিশ। ন্যাজাট থানার পুলিশের দাবি, এই তিনজন ইডি ও সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা চালিয়েছিল। এই ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেফতার করল ন্যাজাট থানা। মঙ্গলবার সকালে ধৃত তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

২ বাস মুখোমুখি জখম ৫০ জন

প্রতিবেদন : ভরদুপুরে মমান্তিক বাস দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার বেলেঘাটায়। দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বাসচালক-সহ ৫০ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হন। বেলেঘাটা মেইন রোডের রাণি রাসমণি বাজারের কাছে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলেঘাটা থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুততার

সঙ্গে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষেই এই দুর্ঘটনা। শিয়ালদহ থেকে ধামাখালিগামী দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসের চালকের ভুলেই এই সংঘর্ষ বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। দুর্ঘটনায় দুই বাসের চালকই সবচেয়ে বেশি জখম হয়েছেন। কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু-সহ আহতদের এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে গুরুতর আহত ২৯ জন ছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ ছিল যান চলাচল।

আমার বাংলা
17 January, 2024 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাশে প্রশাসন

■ বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন। মঙ্গলবার কর্ণজোড়ায় তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হল সহায়ক যন্ত্র। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কর্মসূচির সূচনা করেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনা। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক হসীন জেহরা রিজবী, পুলিশ সুপার মহঃ সানা আখতার, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পুরণ কুমার শর্মা, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, সৌমেন রায়, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায় প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

■ মাস্টার প্যারেডে যোগ দিতে আসার পথে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। মৃত ওই পুলিশ কর্মীর নাম করুণাকান্ত রায়। তিনি জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের মনিটিরিং সেলের ওসি পদে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে মাস্টার প্যারেডে যোগ দিতে বাইকে চেপে পুলিশ লাইনে আসছিলেন করুণাকান্ত বাবু। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন সদর হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায় পথ কুকুরকে পাশ কাটাতে গিয়ে তাঁর বাইক ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন তিনি। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ

■ প্রবল শীতে সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে এগিয়ে এলেন ওয়ার্ড কো অর্ডিনেটর। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের ১১ নং ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর রতন মজুমদার পূর্ব নেতাজিপল্লি এলাকায় কম্বল বিতরণ করেন। প্রায় ৭২০ জন মানুষের হাতে এই পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক সিদ্ধান্ত ● উত্তরের জেলায় এই প্রথম

হাতির হানায় মৃতের স্ত্রীকে নিয়োগপত্র

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

হাতির হানায় মৃত কালচিনির চা-শ্রমিক রঞ্জিত ওরাওঁয়ের স্ত্রীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিল বন দফতর। মঙ্গলবার মৃতের স্ত্রী লালো মুন্ডার হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা পারভীন কাসোয়ান। বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে। এই মানবিক উদ্যোগ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেও এই প্রকল্পে মৃতের পরিবারের সদস্যের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে উত্তরে এটি প্রথম নিয়োগ বলে জানিয়েছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা (পশ্চিম) পারভিন কাসোয়ান। তিনি বলেন, চা-শ্রমিকের মৃত্যুর পরই তাঁর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয় ৫ লক্ষ টাকা। এবার প্রকল্প অনুযায়ি মঙ্গলবার মৃতের স্ত্রীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। তিনি জানিয়েছেন, ওই বাগান শ্রমিকের মৃত্যুর সাত মাসের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। ফরেস্ট ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে যোগ দেবেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রয়াত রঞ্জিত ওরাওঁ ছিলেন কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা-বাগানের একজন চা-শ্রমিক। ২০২৩ সালের জুন মাসে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান তিনি। মৃত্যুর সময় তিনি রেখে যান তাঁর স্ত্রী ও দশ মাস বয়সি শিশুপুত্রকে। রঞ্জিতের আকস্মিক মৃত্যুতে অথৈ জলে পড়ে তাঁর পরিবার। তাঁর স্ত্রীর পক্ষে সংসার চালানোর কোনও উপায় ছিল না। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে বন দফতর দ্রুত রঞ্জিতের স্ত্রী লালো মুন্ডাকে বন দফতরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে আগামী দিনে প্রয়াত রঞ্জিত ওরাওঁর পরিবার মর্যাদার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। এই বিষয়ে পারভিন কাসোয়ান জানিয়েছেন, রঞ্জিত ওরাওঁয়ের মৃত্যুর পর, তাঁর পরিবার খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছিল, আমরা ওই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি।

লালো মুন্ডাকে নিয়োগপত্র দিচ্ছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা পারভিন কাসোয়ান।

২ হাসপাতালে টিবি ওয়ার্ড

উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর হাসপাতালে হল টিবি ওয়ার্ড। মঙ্গলবার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। গঙ্গারামপুর হাসপাতালে ৪ বেডের টিবি ওয়ার্ড এবং তারপরে বালুরঘাটে ১০ বেডের টিবি ওয়ার্ডের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন। সেই সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতাল চত্বরে একটি লাইব্রেরিরও উদ্বোধন করেন তিনি। ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুদীপ দাস এবং বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। দুটি হাসপাতালে টিবি রোগীদের জন্য পৃথক কোনও ওয়ার্ড ছিল না। এবার পৃথক ওয়ার্ড হওয়ায় রোগীদের সুবিধা হবে।

বৈঠকে সেচমন্ত্রী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : তিস্তা জলপ্রকল্পের মাধ্যমে জলসেচ করে চাষিদের কাছে জল পৌঁছে দিতে বাম আমলে কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এতদিন সেগুলির কোনও রেকর্ড ছিল না। এখন সেই জমির ৯০% রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে বলে জানালেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন সেচমন্ত্রী। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও নদীভাঙন এলাকা চিহ্নিত করে সতর্কতা অবলম্বন করতে চলেছে রাজ্য সেচ দফতর।

বৈঠকে পার্থ ভৌমিক, সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ।

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান অব্যাহত। মঙ্গলবার কোচবিহারে ওয়েলফেয়ার পার্টি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি আমিনাল হক। তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ছিলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক, সায়নদীপ গোস্বামী।

প্রেমে না, ছাত্রীকে কোপ

প্রতিবেদন : প্রেমের প্রস্তাবে না, রাস্তার মধ্যেই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর গলায় কোপ বসাল যুবক। মঙ্গলবার দুপুরে পুরাতন মালদহের আটমাইল এলাকার ঘটনা। গোটা ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ছুরির আঘাতে জখম ওই কিশোরীকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত যুবক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদহের আট মাইল এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী ওই কিশোরী। মঙ্গলবার স্কুল ছুটির পর সে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। তখনই এই হামলা। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মহিলাদের কর্মসংস্থানে ইকো ট্যুরিজম হাব

বাসুদেব ভট্টাচার্য ● জলপাইগুড়ি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নযজ্ঞ। মহিলাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে একের একের এক কর্মসৃষ্টি হচ্ছে তাঁর নির্দেশে। এবার মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উত্তরে এই প্রথম রাজ্যের উদ্যোগে ইকো ট্যুরিজম হাব তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। মঙ্গলবার থেকে পর্যটকদের জন্য এই ট্যুরিজম হাবটি খুলে দেওয়া হল। উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক তেজস্বী রানা, ছিলেন মহুয়া গোপ, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা ও বারোপেটিয়া অঞ্চলের প্রধান। দেবী চৌধুরানির স্মৃতি বিজড়িত জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল। সেই স্মৃতিকে সামনে রেখে এবং এলাকায় কর্মসংস্থানের লক্ষে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া নতুন বস গ্রামপঞ্চায়েতের গৌরীকোন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে আনন্দমঠ ইকো ট্যুরিজম হাব। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া নতুন বস গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পিএনআরডি সহ একাধিক দফতরের আর্থিক সাহায্যে এই ইকো-ট্যুরিজম হাব প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে। আপাতত তিনটি কটেজ তৈরি করা হয়েছে। আগামীতে এখানে আরও ৩০টি কটেজ তৈরি হবে। একেকটি কটেজে চারজন পর্যন্ত থাকতে পারবে। আর একদিন থাকা-খাওয়ার জন্য জনপ্রতি মাত্র ১২০০/- টাকা দিলেই হবে। সবটাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পরিচালনা করবেন। এখানে বিশাল আকারে অর্গানিক ফার্ম তৈরি করা হচ্ছে। সেখানকার শাকসবজি ব্যবহার করেই পর্যটকদের খাওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে।

গৌরীকোন ট্যুরিজম হাবের উদ্বোধনে তেজস্বী রানা, মহুয়া গোপ।

- ৫ কোটি ব্যয়ে তৈরি ইকো ট্যুরিজম হাব।
- আপাতত ৩টি, পরে ৩০টি কটেজ হবে।
- একদিনে একজনের খরচ ১২০০ টাকা।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পরিচালনা করবেন।
- তৈরি হবে রেস্টুরেন্ট।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

প্রতিবেদন : কালিয়াগঞ্জ সবলা মেলায় ঘুরতে আসা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল মেলা প্রাঙ্গণে। মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বিডিও প্রশান্ত রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার সহ অন্যান্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পিকনিকে যাচ্ছি বলে ৮ জানুয়ারি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ১৮ বছরের পাপাই দাস। তারপর থেকেই নিখোঁজ। মা পূর্ণিমা দাস মঙ্গলবার আচমকা খবর পেলেন, তাকে পাওয়া গিয়েছে, তবে মৃত। মৃত্যুর তদন্ত করছে ফরাক্কা থানার পুলিশ

আমার বাংলা

17 January, 2024 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৭ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

হাতির হানায় মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ
ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিধায়কের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : যখন-তখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হানা দিচ্ছে হাতি। মারছে মানুষ, ক্ষতি করছে ফসলের। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সামনেই হাতির হানায় মৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভুনাথ মণ্ডলের। এই ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়ায় বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দি এলাকায়। খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক আলোক মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। তাঁকে ঘিরে বন দফতরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানাতে থাকেন স্থানীয়রা। বড়জোড়া ব্লকের গোপবান্দি গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতির দল রয়েছে। দলে থাকা হাতির একটা বড় অংশকে বনকর্মীরা নিজেদের নজরদারির ঘেরাটোপে রাখলেও দুটি হাতি বিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ ভোরে গোপবান্দির শম্ভুনাথ মণ্ডল ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে বের হলে একেবারে দুটি হাতির সামনে পড়ে যান। প্রথমে হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে মাটিতে আছাড় মারে। পরে পা দিয়ে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

বিধায়কের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হাতি রয়েছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। বন দফতর হাতিগুলিকে অন্যত্র সরাতে চেষ্টা করলেও সবসময় পেরে উঠছে না। তিনি অবিলম্বে বনকর্তাদের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলবেন। চাষিরা ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ যাতে দ্রুত পান, তাঁদের হয়রানির শিকার যাতে না হতে হয়, সেটাও দেখবেন।

৪০ লক্ষ ব্যয় পুরসভার
নতুন বছরের শুরুতেই
আলো-ঝলমল চন্দ্রকোনা

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : নতুন বছরের শুরুতেই আলোয় সেজে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পুরসভা। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলোয় সেজে উঠল পুর এলাকা। চন্দ্রকোনা পুরসভা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে আলোয় সাজিয়ে তুলেছে বিভিন্ন ওয়ার্ড। ১২টি ওয়ার্ড জুড়ে চন্দ্রকোনা পুরসভা। এতদিন গ্রিনসিটি প্রকল্পে পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বসানো হয়েছিল ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ। কিন্তু পুরসভার কিছু এলাকায়, মানে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাস্তায় ছিল না কোনও পথবাতি। ফলে ওইসব রাস্তা সন্ধে নামলেই বেশ অন্ধকার হয়ে থাকত। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটত, সেই সঙ্গে লোকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। নতুন পুর বোর্ডে ক্ষমতায় এসে সেই সমস্ত রাস্তায় পথবাতি লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছিল চন্দ্রকোনা পুরসভা। চেয়ারম্যান প্রতিমা পাত্রের উদ্যোগে ২০২৩ শেষে একাধিক ওয়ার্ডের রাস্তায় নতুন পথবাতি লাগানোর কাজ শেষ হয়। নতুন বছরের শুরুতেই ফের শুরু হয় অসমাপ্ত কাজ। তার জেরেই সফলভাবে স্ট্রিট লাইট বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়, তা চালুও করা হয়েছে। পুরসভার উদ্যোগে রাস্তায় আলো লাগানোয় খুশি পুরবাসী। নতুন বছর শুরুতেই আলোয় সেজে উঠেছে গোটা পুর এলাকা।

লাউদহ হাইস্কুল হীরক জয়ন্তী বর্ষে
দুঃস্থদের শীতবস্ত্র, রক্তদান শিবির

গরিব মানুষদের দেওয়া হচ্ছে কম্বল।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ বিবেকানন্দ আঞ্চলিক আদিবাসী হাইস্কুলের দু'দিনের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হল। এই উপলক্ষে দু'দিন বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানাধরনের সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি হয়। জাতীয় পতাকা তোলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি শান্তনু পালোই ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক সৌমেন পাত্র। প্রাঙ্গণে অবস্থিত মনীষী এবং প্রতিষ্ঠাতার মূর্তিতে মালা দেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও অতিথিরা। হীরক জয়ন্তী বর্ষে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোঘাটন করেন সাংসদ কুনার হেমব্রম। ৫০ জন গরিব মানুষদের শীতবস্ত্র দেওয়া হয়, হয় রক্তদান শিবির। শিবিরে চল্লিশজন রক্ত দেন।

ডাম্পারে বাসের ধাক্কা
মৃত ১ শিশু, আহত ২০

সংবাদদাতা, নলহাটি : দাঁড়িয়ে-থাকা একটি ডাম্পারের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় মৃত এক শিশু এবং আহত কুড়িজন যাত্রী। ১৪ নম্বর রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম জাতীয় সড়কের ধারে রামপুরহাট থেকে নলহাটির আগে তেজহাটি মোড়ে। আহত যাত্রীদের মধ্যে এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী হরিসরার বাসিন্দা সুরজ শেখ বলেন, নলহাটির আগে তেজহাটি মোড়ে একটি ডাম্পার দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় রামপুরহাট থেকে নলহাটি আসা একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস সজোরে ধাক্কা মারে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের গাড়ি। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আসানসোলে মোম জাদুঘরে
এবার তৈরি হল দেবের মূর্তি

সংবাদদাতা, আসানসোল : মাদাম তুসোর ওয়াক্স মিউজিয়ামের আদলে আসানসোলে মহিশীলা কলোনিতে এক মোম ভাস্কর্যের জাদুঘর গড়ে তুলেছেন শিল্পী সুশান্ত রায়। ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ইসিএলের খাদান এলাকাগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে হাজির হন সেই মিউজিয়ামে। সেখানে তাঁকে নিয়েও তৈরি হয়েছে মোমমূর্তি। দেব সেটির উদ্বোধনও করেন। নিজের মোমের মূর্তি দেখে শিল্পী সুশান্ত রায়কে ধন্যবাদ জানান দেব। পাশাপাশি মিউজিয়ামে রাখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোমের মূর্তিও দেখেন তিনি। শিল্পী সুশান্ত রায় বলেন, এই মূর্তি তৈরির আগে দেবের বাড়ি গিয়ে তাঁর অনুমতি এবং দেবের উচ্চতা মেপে এসেছিলেন। এটি তৈরি করতে দেড় মাস সময় লেগেছে। এদিন দেবকে দেখতে কলোনি এলাকায় বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। দেব জানান, তিনি সেখানে সিনেমার শুটিং করবেন, তার আগে জায়গাগুলো পরিদর্শন করলেন। মিউজিয়ামে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোমমূর্তির সঙ্গে রয়েছেন অভিনেতা-সাংসদ দেব।

মেদিনীপুরের হোম থেকে ইতালি পাড়ি দিল শুভ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মেদিনীপুরে সরকারি হোমে থাকা এক অনাথ শিশুকে দত্তক নিল ইতালির দম্পতি। পরিবারে তাঁদের একটি সাত বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। তারপরেও আরও একটি সন্তান দত্তক নিতে ইতালির মিলান থেকে অনলাইনে আবেদন করেছিলেন ওই দম্পতি। আন্তর্জাতিক দত্তক সংস্থা আফা-র হাত ধরে মেদিনীপুরের সরকারি হোম থেকে দত্তক নিলেন তিন বছরের শুভ সরেনকে। ভিসা, পাসপোর্ট সহযোগে বৈধ পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে হস্তান্তর করলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি। সরকারি বালিকা ভবনে এমন অনেক অনাথ শিশু রয়েছে। তাদের অনেক নিঃসন্তান দম্পতি দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সরকারি নিয়ম অনুসারে দত্তক নিতে পারে। আন্তর্জাতিক দত্তক নেওয়া সংস্থা আফা-র মধ্যস্থতায় ইতালি থেকে এসে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিলেন শুভকে। জানা গিয়েছে, মেদিনীপুরের সরকারি হোমে এখনও ১২ জন এরকম শিশু রয়েছে। তার মধ্যে দু'জন খুব শিগগিরই বেলজিয়াম যাবে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। ইতালির ওই দম্পতি হলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এলবাস্ত রেবনি এবং তাঁর স্ত্রী গৃহবধূ এলিজাবেথ ফাক্ক। জেলাশাসক জানিয়েছেন, সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে দত্তক নিয়েছেন ইতালির দম্পতি। মাতৃত্বের স্নেহে বড় হোক শুভ। তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমরা খোঁজখবর নিতে পারব, সে কেমন আছে।

ইতালিতে নতুন মা-বাবা-দিদির সঙ্গে মেদিনীপুরের শুভ।

১০
১৭ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

আমার বাংলা

17 January, 2024 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জোড়া সভায় চন্দ্রিমা, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ মহিলা তৃণমূলের

সংবাদদাতা, খড়গপুর : মঙ্গলবার খড়গপুরের গোলবাজারের একটি আবাসনে মহিলা তৃণমূলের তরফে সংঘবদ্ধ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পালন হল। এই কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সভায় মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব ও সদস্যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করার শপথ নেন। অঞ্চলে অঞ্চলে এমন আরও কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহিলা তৃণমূলের 'চলো পাল্টাই' কর্মসূচি চলবে বলেও তিনি জানান। মঙ্গলবার

পশ্চিম মেদিনীপুর মহিলা তৃণমূলের সভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

খড়গপুর, ডেবরা

বিকেলে জেলার ডেবরা পথের সাথীতে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে সংঘবদ্ধ শপথ নেওয়া হল সংগঠনের কর্মী সম্মেলনে। সেখানেও ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়া ছিলেন ঘাটাল মহিলা তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী তনয়া দাস, ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর-সহ অন্যরা। লোকসভা ভোটের আগে জেলার মহিলা তৃণমূল কর্মীদের চাঙ্গা করতেই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর উদ্যোগে হল এই কর্মসূচি।

রাজ্যের উদ্যোগে ফরাক্কা এনটিপিসির ঠিকাশ্রমিকেরা আসছেন চুক্তির আওতায়

দাবি আদায়ে সফল ঠিকা শ্রমিক ঐক্য কমিটির সদস্যদের জমায়েত।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ৩০ বছর টানা আন্দোলন চালানোর পর অবশেষে দাবি আদায়ে সফল হলেন ফরাক্কার এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা 'আনলোডিং ইউনিটে কর্মরত প্রায় সাড়ে পাঁচশো ঠিকাশ্রমিক। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চুক্তির আওতায় আসতে চলেছেন তাঁরা। সোমবার রাতে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম এবং শ্রমিক সংগঠনের দীর্ঘ বৈঠকের পর শ্রমিক, লেবার কন্ট্রাক্টর এবং এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তির শর্তগুলো ঠিক হয়। ১৮ জানুয়ারি কলকাতায় লেবার কমিশনারের সামনে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং লেবার কন্ট্রাক্টরের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। ফারাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, ''ওই ইউনিটে কর্মরত শ্রমিকদের স্কিলড, আনস্কিলড এবং সেমিস্কিলড তিন ভাগে ভাগ করে চুক্তির বিভিন্ন শর্ত নির্ধারিত হয়েছে। নতুন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় প্রত্যেক শ্রমিকের বেতন মাসে অন্তত তিন হাজার টাকা করে বাড়বে।'' এতদিন শ্রমিকদের সঙ্গে এনটিপিসির কোনও চুক্তি না থাকায় প্রতি বছরই তাঁদের পুলিশ ভেরিফিকেশন করাতে হত। দিনমজুরিতে কাজ পেতেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ২১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ফারাক্কা এনটিপিসি প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন শতাধিক ওয়াগন থেকে কয়লা 'আনলোড' করতে হয় ঠিকাশ্রমিকদের। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আইএনটিটিইউসি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সোমেন পাণ্ডে বলেন, ''এই চুক্তির ফলে কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।''

পৌষসংক্রান্তিতে শুরু পৃথিবীর উচ্চতম কালীর পুজো ও মেলা

কালনা

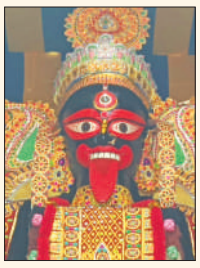

সংবাদদাতা, নদিয়া : রাস উৎসবের পীঠস্থান শ্রীধাম শান্তিপুরের কাছেই মহাপ্রভু তাঁর লীলাযাত্রায় যে ঘাট দিয়ে গঙ্গা পার হন সেই নৃসিংহপুর কালনা ঘাটে ৪৭ বছর ধরে পৌষসংক্রান্তিতে হয় পৃথিবীর উচ্চতম কালীর আরাধনা। ৫২ হাত কালীপ্রতিমার পুজো উপলক্ষে বসে ১০ দিনের ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ মেলা। মেলার সঙ্গে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা। আয়োজক আমরা সকলের বক্তব্য, করোনা পরবর্তী সময়ে দু'বছর সেভাবে পুজো করা যায়নি। তবে এবার ফের মহাসমারোহে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এবারেও মকরসংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে হয় পূজার্চনা। দেবী এখানে ডাকের সাজে সুসজ্জিত। আনুমানিক এক মাস সময় লেগেছে ৫২ হাত উচ্চতার এই মূর্তি গড়তে। দিনরাত এক করে মূর্তি তৈরিতে যুক্ত ছিলেন ৯ মৃৎশল্পী। দমকলের সাহায্যে জল দিয়ে ধুয়ে এই সুবিশাল প্রতিমার নিরঞ্জন প্রথা চলে আসছে ৪৭ বছর ধরেই।

কোপাই-দখল খতিয়ে দেখে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রশাসনের

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : কোপাই নদী ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশিনী, কবির সহচর। সেই কোপাইয়ের পাড় দখল হয়েছে কংক্রিটবিলাসে। এর প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও প্রাক্তনীরা শামিল হলেন কোপাইপাড়ে 'আমাদের প্রতিবেশিনী কোপাই তাকে বাঁচাতে সবাই' এই ব্যানার নিয়ে। খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির পক্ষে একশোর বেশি অধ্যাপক সমবেত হয়ে সই সংগ্রহ করছেন। এদিকে কোপাইকে বাঁচাতে মঙ্গলবার জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিভাগীয় বাস্তুকার, বিএলআরও, এসডিএলআরও, ময়ূরাক্ষী দক্ষিণ ক্যানেল-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন। জেলাশাসক কোপাই নদীর পাড়ে সমস্ত ধরনের নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ২০১৩-র কোপাই সংক্রান্ত একটি মামলার উল্লেখ করে জেলাশাসক জানান, ''ওই মামলার প্রেক্ষিতে কোপাই সংলগ্ন ১১টি মৌজায় যে কোনও নির্মাণকাজ চালাতে নিষেধাজ্ঞা আছে। কোপাই নদীর কোনও পাড় নেই। তাই কেউ কেউ দাবি

কোপাইপাড়ে সপার্ষদ জেলাশাসক বিধান রায়।

করছে যে রায়তি জায়গাতেই নির্মাণকাজ চলছে। রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত কোপাইকে বাঁচাতে প্রশাসন তৎপর। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নদীপাড়ে সমস্ত নির্মাণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে নদীর অন্য পারেও যে রিসর্টগুলো আছে তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে।'' কোপাই নামকরণ রবীন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ার কাছে কোপাইবক্ষে ইতিমধ্যে বহু পিলার গাঁথার বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও প্রাক্তনীরা পথে নামেন। এই কাজে প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নদীতীরের ৫০০ মিটার পর্যন্ত কোনও নির্মাণ করা যায় না।

দাঁতন মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী

দাঁতন মেলা উদ্বোধনের বিশেষ মুহূর্তে মন্ত্রী ডঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, সুজয় হাজরা, নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা।

কলেজ-ছাত্রীর শ্লীলতাহানি এবিভিপির ২ সদস্যের

প্রতিবেদন : বিজেপির নেতা - হুলিগানদের তো কীর্তির শেষ নেই! সেই দাদাদের পথ অনুসরণ করে এবার বিদ্যাসাগর কলেজের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও মারধোর করল এবিভিপির দুই সদস্য ভিকি নাথ ও কৃষ্ণেন্দু মল্লিক। এরা দু'জনে দু'মাস আগে নবদ্বীপ কলেজের টিএমসিপির সদস্য গোপালকে ছুরি মেরে আঘাতও করে। সেই সঙ্গে মেরে মাথাও ফাটায় এই দুই এবিভিপি সদস্য। এরপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর দিন সাতেক আগে ছাড়া পায় দু'জন। এরপর আবারও তাণ্ডব চালাতে থাকে তারা। আর মঙ্গলবার সবকিছু ছাপিয়ে কলেজের এক ছাত্রীর

আক্রান্ত দিশা ভট্টাচার্য ও গোপাল।

শ্লীলতাহানি করে। ওড়না ধরে টানে। অন্য আর এক ছাত্রী তাঁকে বাঁচাতে এলে তাঁকেও মারধোর করা হয় বলে বিদ্যাসাগর কলেজের ওই ছাত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন। এরপর ওই ছাত্রীর সহপাঠীরা এদিন রুখে দাঁড়ায়। ওই দুই কীর্তিমানকে ধাওয়া করে তারা। তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্যসভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি ও এবিভিপির কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ তারা এই ধরনের হুলিগানদের নিজেদের সদস্য বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর সংযোজন, ছাত্র সংগঠন এবিভিপির সদস্য হয়ে কলেজে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। শ্লীলতাহানি করছে। ছিঃ। এটাই ওদের সংস্কৃতি।

বাড়ি ফিরলেন সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল

প্রতিবেদন : এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মঙ্গলবার নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। বাড়িতে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে গত ৪ জানুয়ারি এসএসকেএম-এ ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সোমবার তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চিকিৎসা নিয়ে খোঁজ-খবর নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে গান গেয়েও শোনান শিল্পী। গলা মেলান মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। মঙ্গলবার বেলা ৩টে নাগাদ শিল্পী ছাড়া পান হাসপাতাল থেকে।

রামপুরহাট উৎসবের সাড়ম্বর সূচনা

পুরসভার উদ্যোগে রামপুরহাট উৎসবের সূচনায় মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটল নয়ডায়। মঙ্গলবার সকালে উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার দাদরি বাইপাসে একের পর এক গাড়ি পরপর ধাক্কা খেয়ে কোনওটি ট্রাকের নিচে ঢুকে যায়, কোনওটি অন্য গাড়ির উপর উঠে যায়। অনেকেই আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রেশনের ব্যাগেও মোদির ছবি! লোকসভা ভোটের আগে সরকারি টাকায় নির্লজ্জ প্রচার কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : দেশের আর্থিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। একদিকে মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার আমজনতা, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সংকট তীব্র হচ্ছে। বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি ভেসে গিয়েছে ভাগীরথীর জলে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে নানা কৌশল নিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। লোকসভা ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদির হয়ে দেশজুড়ে প্রচারের হাওয়া তুলতে সরকারি অর্থের দেদার নয়-ছয় শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদির প্রচারের জন্য এবার নয়া ফন্দি বিজেপির। গরিবের রেশনকে প্রচারের হাতিয়ার করতে রেশন ব্যাগে ছাপানো হবে নরেন্দ্র মোদির ছবি । গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যসামগ্রী নেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যাগ চালু করছে কেন্দ্র। এই ব্যাগেই ছাপা হবে মোদির ছবি, যা লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর আত্মপ্রচারে নয়া মাধ্যম।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটকে নজরে রেখে বাংলা-সহ সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় থাকা ২০.০৩ কোটি জনতার হাতে মোদি-ছাপ দেওয়া ব্যাগ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক এই খাতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। শুধু তাই নয়, সময়মতো ব্যাগ সরবরাহ না করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আর্থিক জরিমানা করার কথাও বলা হয়েছে। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনের প্রতিক্রিয়া, পিএম-এর ফুলফর্ম এখন আর প্রাইম মিনিস্টার নয়। পিএম-এর অর্থ এখন হয়ে গিয়েছে পাবলিসিটি মাস্টার। যে প্রধানমন্ত্রী নিজের জীবদ্দশায় নিজের নামেই স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন, যিনি নিজের ছবি দিয়ে ইউজিসিকে বলেন প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলফি স্ট্যান্ড

বানাতে হবে, যিনি রেশন ব্যাগে নিজের ছবি দিতে বলেন, আগামী দিনে প্রচারের স্বার্থে তিনি শৌচাগারের বাইরেও নিজের ছবি দেওয়ার কথা বলতে পারেন!

মোদির ছবি দেওয়া প্লাস্টিকের রেশন ব্যাগের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে ৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদের কটাক্ষ, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ১২১টি দেশের মধ্যে ১১১ নম্বরে রয়েছে। মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে আর রেশন ব্যাগে ছবি সেঁটে নিজের প্রচার চালাচ্ছেন মোদি। এর আগেও বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের ৮৫ শতাংশ টাকা আত্মপ্রচারে ব্যবহার করেছেন মোদি। একের পর এক এই পদক্ষেপ স্বৈরাচারী ও তুঘলকি শাসন ব্যবস্থার নির্দশন। তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায় একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, "চটের ব্যাগ ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? প্লাস্টিকের ব্যাগে প্রধানমন্ত্রীর ছবি কেন? টাকাটা কি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আসছে? টাকাটা দেশের মানুষ কর বাবদ দিচ্ছেন, ফলে ওই প্লাস্টিকে ভারতের ম্যাপ থাকলে বেশি ভালো হতো। জোরজুলুমের রাজত্ব চলছে। লোকসভার তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, মোদি সবসময় এভাবেই নিজের প্রচার করেন তবে এই আত্মপ্রচার করেও কোনও লাভ হবে না। এর আগেও রেশন দোকানে মোদির ছবি দেওয়া হোর্ডিং বসানো বাধ্যতামূলক করেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তা নিয়ে তুমুল বির্তক হয়। বিরোধীরা একযোগে এর সমালোচনা করেন। তারপরেও এবার গরিবের রেশনকে হাতিয়ার করে মোদির ছবি ভোটের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রে যুগ্মসচিব অনিতা করোল ব্যাগ সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জনিয়ে চিঠি দিয়েছেন ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এফসিআই) চেয়ারম্যান অশোক মিনাকে। সেখানে দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এমনকী সময়মতো ব্যাগ সরবরাহ না করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ৬ মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে দু'বার রেশন উপভোক্তাদের ব্যাগ বিলির কথা বলা হলেও আসলে মোদির ছবি দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করাই এখন অগ্রাধিকার বিজেপির।

সাধারণতন্ত্র দিবসে হামলার আশঙ্কায় সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াল বিএসএফ

প্রতিবেদন : সাধারণতন্ত্র দিবসে নাশকতার ছক। গোয়েন্দা সূত্রে এই রিপোর্ট উঠে আসার পরই পাক সীমান্তে সতর্কতা বাড়াল বিএসএফ। সাধারণতন্ত্র দিবস ও রামমন্দির উদ্বোধন, আগামী কয়েকদিনে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে জঙ্গি হামলার ছক কষতে পারে সন্ত্রাসবাদীরা, আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা। চার রাজ্যের পাক সীমান্তে শুরু হয়েছে 'অপারেশন সার্দ হাওয়া', সতর্ক বিএসএফ। পাকিস্তান রেঞ্জার্স ও আইএসআইইয়ের মদতে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে ইতিমধ্যেই খবর মিলেছে। এমনকী খালিস্তানিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে যৌথভাবে চলছে নাশকতার ছক। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত ও কাশ্মীর-চার রাজ্যের পাক সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। প্রতি বছরই সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে ১০ দিনের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয় বিএসএফে। এবার তা বাড়িয়ে ১৫ দিনের জন্য বাড়তি সতর্কতা জারি হয়েছে।

মথুরার শাহী ইদগাহে সমীক্ষার সম্মতি দিল না শীর্ষ আদালত

প্রতিবেদন : মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদে আদালতের তত্ত্বাবধানে কমিশনার নিয়োগ করে সার্ভেতে সম্মতি দিল না সর্বোচ্চ আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে পদ্ধতিতে সার্ভের জন্য আবেদন করা হয়েছে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি সংলগ্ন শাহী ইদগাহ প্রাচীন কেশব মন্দির ভেঙে তৈরি হওয়ার দাবি তুলে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা শুরু হয়। এই সংক্রান্ত ১৮টি মামলা আদালতের বিচারাধীন। তারই মধ্যে ডিসেম্বর মাসে ইদগাহ মসজিদ চত্বর তিন সদস্যের কমিটির দ্বারা সমীক্ষার নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মসজিদ কমিটি সম্প্রদায়। তবে এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা আদালতের বিচারাধীন থাকায় সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিকভাবে এই মামলা শুনতে রাজি হয়নি। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে রীতি মেনে আবেদন করা হয়নি বলেও জানান বিচারপতি। তবে এরপরই সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালতের তত্ত্বাবধানে কী ধরনের সার্ভে হবে তার কোনও সঠিক নির্দেশ নেই।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ইদগাহ মসজিদে কমিশনার নিয়োগ করে সার্ভের নির্দেশের বিরোধিতা মামলাটি ওঠে। সেখানেই আদালতের পর্যবেক্ষণ, সার্ভে সংক্রান্ত আবেদনটিই অস্পষ্ট। কী ধরনের সার্ভে হবে তা স্পষ্ট করে লেখাই নেই তাতে। কমিশনার কী কাজ করবেন তা স্পষ্ট করা নেই। এমনকী এভাবে কোনও আবেদন হতে পারে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে সর্বোচ্চ আদালত। এর ফলে ট্রাস্ট শাহী মসজিদ ইদগাহ-র ধর্মীয় স্থানের চারিত্রিক গঠনে পরিবর্তন করার বিরোধিতার আবেদনেই সায় থাকল সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে।

ব্যাহত রেল-বিমান চলাচল

প্রতিবেদন : দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারতে তীব্র ঠান্ডা অব্যাহত। শৈত্যপ্রবাহের পাশাপাশি ঘন কুয়াশার কারণে রেল ও বিমান চলাচল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায় শতাধিক বিমান দেরিতে উড়েছে। কুয়াশা এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে অনেক ট্রেন দেরিতে চলছে এবং অনেক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দিল্লিতে ঠান্ডার পরিস্থিতি এমন যে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টানা চতুর্থ দিনে চার ডিগ্রির নিচে ছিল। মঙ্গলবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়াবিদ সোমা সেন জানিয়েছেন, আরও বেশ কিছুদিন দিল্লি সহ সমগ্র উত্তর ভারতে এইরকমই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থাকবে। আবহাওয়া দফতরের মতে, তাপমাত্রা আর এক ডিগ্রি বাড়লেও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা বজায় থাকবে। মেঘলা অবস্থার কারণে হরিয়ানা, পাঞ্জাবে আগামী দুই থেকে তিনদিন তীব্র ঠান্ডার পরিস্থিতি বজায় থাকবে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কমলা সতর্কতা এবং ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লি এবং আশপাশের এলাকার জন্য।

২২-এ বাংলায় সংহতি মিছিল

(প্রথম পাতার পর)

২৫ জানুয়ারি এশিয়ান গেমস, এশিয়ান প্যারা গেমস, ন্যাশনাল গেমসের পদকজয়ীদের এবার সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সকলকেই আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে অন্তত ৩২২ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। খরচ হবে প্রায় ৭ কোটি টাকা। ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি হবে পোলিং স্টেশনে সমাধান।

ভাঙব না দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক

(প্রথম পাতার পর)

বাংলায় মেট্রো জোন আমি তৈরি করেছিলাম। দিল্লির মেট্রোর সমস্যা দূর করেছিলাম আমি। আমি না থাকলে দিল্লি মেট্রোই হত না। আমি ডেকে জট কাটিয়েছিলাম। এখনও করতে পারি। সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আমি সহযোগিতার হাত সবসময় বাড়িয়ে রেখেছি। তাই মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বৈঠকে বসার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে হলে ভারতীয় রেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাংলার ঐতিহ্যের কথা ভাবতে হবে। বিবেকানন্দের কথা মনে করতে হবে, রামকৃষ্ণের কথা মনে করতে হবে, মনে করতে হবে ভবতারিণী মায়ের কথা। দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়ের কোটি কোটি ভক্তের কথা মনে করতে হবে।

এই মর্মে কালীঘাটের স্কাইওয়াক প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। বলেন, আমি তো কালীঘাটেও স্কাইওয়াক তৈরি করছি। কোথাও কি কোনও সমস্যা হয়েছে। বাধা ছিল, তা কাটিয়ে দিয়েছি। ওখানকার হকাররা কোথায় যাবেন, তা নিয়ে একটা অসুবিধা হচ্ছিল। আমি ওঁদের বসার ব্যবস্থা অন্যত্র করে দিয়েছি। স্কাইওয়াক হয়ে গেলে ফের ওঁদের বসার ব্যবস্থা করে দেব। সদিচ্ছা থাকলে সব সম্ভব। শুধু একটু বুদ্ধি খরচ করতে হয়।

২০ জানুয়ারি থেকে শুরু বুথে বুথে সমাধান

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যবাসী এবার নিজেদের সমস্যা বা অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন এই জনসংযোগ কর্মসূচির ক্যাম্পে।

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি পোলিং স্টেশনে এই নতুন কর্মসূচি চলবে। প্রতিটি জায়গায় তিনজন করে সরকারি অফিসার বসবেন। বুথে বুথে সমাধান হবে প্রতিটি সমস্যার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেকে ব্লকে যেতে পারেন না। দুয়ারে সরকারে গিয়েও হয়তো কাজ হয়নি। তাই আমরা আবার পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের মতো কর্মসূচি শুরু করছে। তিনি জানান, যদি কারও তফসিলি জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকে কিংবা যদি কেউ রেশন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ থাকে, সেই সব কথা এই জনসংযোগ কর্মসূচির ক্যাম্পে জানানো যাবে। এছাড়া কৃষক ভাতা বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়েও জনসংযোগ কর্মসূচিতে নাম লেখানো যাবে।

দেশ বিদেশ

17 January, 2024 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নববর্ষেই ভয়াবহ ভূকম্পনের সাক্ষী থেকেছে জাপান। ৭.৬ মাত্রার কম্পনে ২১৫ জনের মৃত্যু হয়। এবার জানা গেল, ভূমিকম্পে পিছিয়ে গিয়েছে সমুদ্র। প্রায় ৮০০ ফুট শুকনো জমি জেগে ওঠার ছবি ধরা পড়েছে উপগ্রহে। ফলে সমস্যায় সমুদ্রবন্দর

৩ হাজার কোটির রুশ বিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

প্রতিবেদন : আবার আঘাত হানল জেলেনস্কির দেশ। রাশিয়ার দূরপাল্লার এ-৫০ রাডার শনাক্তকারী গোয়েন্দা বিমান এবং আইএল-২০ কন্ট্রোল সেন্টারের একটি বিমান নামানোর দাবি করল ইউক্রেনের সেনাবাহিনী। সেনাপ্রধান জেনারেল ভেলারি ঝালুঝনি বলেছেন, ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী রাশিয়ার একটি দূরপাল্লার এ-৫০ রাডার শনাক্তকারী গোয়েন্দা বিমান এবং আইএল-২০ কন্ট্রোল সেন্টারের একটি বিমান গুলি করে নামিয়েছে। যে বিমান গুলি করে নামানোর কথা জানানো হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় তার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। জানা গিয়েছে,দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল দিয়ে রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতেই ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর এই হামলা। ওয়াকিবহাল মহলের মত, রাশিয়ার বিমান বাহিনীর কাছে এটা একটি বড় আঘাত। জানা গিয়েছে, এ-৫০ বিমানটি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শনাক্ত করে এবং লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে রুশ যুদ্ধবিমানকে সাহায্য করে। গত বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, রাশিয়ার কাছে

'খুব সম্ভবত ছয়টি এ-৫০ বিমান রয়েছে।' একটি বিমান তৈরিতে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। রাশিয়ার সেনা কর্তারা দাবি করেছেন, বিমান নামানোর বিষয়ে তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, আজভ সাগরে রাশিয়ার বিমান নামানোর জন্য সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করেন তাঁরা। ইউক্রেনের এই হামলা রাশিয়ার জন্য খুব খারাপ সংবাদ। তবে গোলাবারুদ সংকট, সেনাদের মনোবল সহ সামগ্রিক দিক বিবেচনায় এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে অনেকটাই অক্সিজেন পেল ইউক্রেন।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি পান্নুনের

প্রতিবেদন : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে খুনের হুমকি দিল খালিস্তানি জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। ভারতের হিটলিস্টে থাকা এই জঙ্গি মঙ্গলবার হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, আগামী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে হত্যা করা হবে আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা তথা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশ প্রধানকেও খুনের হুমকি দেয় পান্নুন। এই হুঁশিয়ারির পর মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। জারি হয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা।

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে খালিস্তানি জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। লাগাতার নাশকতার হুমকি আসছে এই জঙ্গির থেকে। চলতি মাসের শুরুতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে হামলার হুঁশিয়ারি দেয় এই জঙ্গি। তার আগে ডিসেম্বর মাসে সংসদ হামলারও হুমকি দেয় পান্নুন। এবার খোদ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ও পাঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদবকেও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুঁশিয়ারিতে বলা হয়েছে, সাধারণতন্ত্র দিবসই হবে ওঁদের জীবনের শেষ দিন। এই হুঁশিয়ারির পর অতিরিক্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানের।

এবার বদলা নিল ইরান

সিরিয়া ও ইরাকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মোসাদের কার্যালয়

প্রতিবেদন : লাগাতার ১০০ দিন ধরে চলতে থাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাঝে এবার ময়দানে হামাস-সমর্থক ইরান। ইরাক ও সিরিয়ার অবস্থিত ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের দফতর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে খোমেইনির দেশ। এর ফলে গুঁড়িয়ে গেল ইরাকে মোসাদের সদর দফতর। শুধু তাই নয়, এই হামলা আরও ব্যাপক আকারে তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। সব মিলিয়ে ইজরায়েলের হামাস বিরোধী যুদ্ধে যোগ হল নয়া মাত্রা। রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত ইজরায়েলের গুপ্তচরবাহিনীর সদর দফতরে হামলা চালানো হয়। এনিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ইরান রেভোলিউশনারি গার্ডস। যেখানে মোসাদের নাম উল্লেখ করে জানানো হয়, 'ওই অঞ্চলে গুপ্তচরবাহিনীর সদর দফতরগুলোতে হামলা চালানো হয়েছে। ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো ধ্বংস করার জন্য। ইরানবিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো হয়েছে।' একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের দমন করতে অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে

ইরানের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে ইরাক। ইরান বাহিনীর হামলায় ওই অঞ্চলে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪ জনের। আহত হয়েছেন ৬ জন। কুর্দিস্তান সরকারের নিরাপত্তা পরিষদ বিবৃতি প্রকাশ করে, ইরানের এই হামলাকে 'অপরাধ' বলে গণ্য করেছে। পাশাপাশি ইরানের মিসাইল হামলা চলেছে উত্তর সিরিয়াতেও। উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও হামাসের যুদ্ধে শুরু থেকেই হামাসের পাশে দাঁড়িয়েছে ইরান। গাজায় ইজরায়েল যে অপরাধ করছে তাতে মদত দিচ্ছে আমেরিকা। এমনটাই অভিযোগ করেছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থার দফতরে ইরানের হামলা এই যুদ্ধকে অন্য মাত্রা দেবে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

উড়ানের দেরির জন্য যাত্রী দুর্ভোগ, এবার নির্দেশিকা জারি ডিজিসিএর

প্রতিবেদন : ঘন কুয়াশায় ধারাবাহিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে ট্রেন ও বিমান পরিষেবা। চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। সোমবারই বিপন্ন যাত্রীদের দিল্লি বিমানবন্দরের টারম্যাকে বসে নৈশভোজ করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিমান সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন। কুয়াশার জন্য বিমান বাতিল হলে বা অতিরিক্ত দেরি হলে যাত্রীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোনও বিমানের দেরি হলে বা বাতিল হলে যাত্রীরা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেজন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল ডিজিসিএ।

এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কুয়াশার জন্য যদি কোনও বিমান বাতিল হয় বা ৩ ঘণ্টার বেশি দেরি হয়, তাহলে এয়ারলাইন্সগুলিকে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে বিমানের দেরির কারণ জানিয়ে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কুয়াশার জন্য বিমানের দেরি হলে বা বাতিল হলে সেই বিমানের

যাত্রীদের এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেলের মাধ্যমে আগাম বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের উড়ানের দেরি সম্পর্কিত আপডেট তথ্য দিতে হবে। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের সঙ্গে বিমানবন্দরে কর্মরত এয়ারলাইন্সের কর্মীদের ভাল ব্যবহার করতে হবে। যাত্রীদের সঙ্গে যথাযথভাবে যোগাযোগ করে উড়ানের দেরি সম্পর্কে যাত্রীদের প্রতিনিয়ত তথ্য জানাতে হবে।

বেশ কয়েকদিন আগে, কুয়াশা-মাখা আবহাওয়ায় বিমানের দেরি হওয়া নিয়ে এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েছে গোয়া-দিল্লির ইন্ডিগোর বিমান। রেগেমেগে পাইলটকে ঘুসি মারার অভিযোগ উঠেছে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করেনি এবং বিমান দেরি হওয়া নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য দেয়নি, বরং দুর্ব্যবহার করেছে। যার জেরে প্রবল ঠান্ডায় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ খোলা আকাশের নীচে টারম্যাকে কাটাতে হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, ইন্ডিগো বিমানের অদূরে টারম্যাকে বসে যাত্রীদের নৈশভোজ করার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে গোটা ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে ডিজিসিএ। যাত্রীদের হয়রানি দূর করতেই বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা।

শঙ্করাচার্যদের মতোই এবার সমালোচনা নির্মোহী আখড়ারও

প্রতিবেদন : অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইস্যুতে শঙ্করাচার্যদের কোপের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সনাতন রীতি না মেনে এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পুরীর শঙ্করাচার্য জানিয়েছেন, রামমন্দির ঘিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আচরণ 'উন্মাদের লক্ষণ'। শঙ্করাচার্যদের পাশাপাশি এই ইস্যুতে এবার সরব হয়েছে নির্মোহী আখড়াও।

অযোধ্যায় 'অশাস্ত্রীয়' প্রাণপ্রতিষ্ঠা

নির্মোহী আখড়ার অভিযোগ, রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'য় 'রামানন্দী' সনাতন ঐতিহ্য মানা হচ্ছে না। তাদের দাবি, রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'য় তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন রামমন্দির কর্তৃপক্ষ। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলায় অন্যতম মামলাকারী ছিল নির্মোহী আখড়া। অযোধ্যায় নির্মোহী আখড়ার এক পদস্থ কর্মকর্তার মতে, রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'য় ৫০০ বছরের যে ঐতিহ্য, তা মানা হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, ''রামলালার পুজো চিরকাল রামানন্দীর ঐতিহ্য মেনে হয়ে এসেছে। কিন্তু শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে ট্রাস্ট এবার একটি মিশ্র ঐতিহ্য অনুসরণ করছে। এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বলেছিলাম, প্রথা মেনে রামলালার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' হোক। কিন্তু আমাদের বক্তব্যকে উপেক্ষাই করা হয়েছে।''

অযোধ্যায় আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনে যাবেন না বলে জানিয়েছেন দেশের চার শঙ্করাচার্য। তাঁদের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী দু'দিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন, রামমন্দির ঘিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আচরণ 'উন্মাদের লক্ষণ'। পাল্টা বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, কংগ্রেসের সুরে কথা বলছেন শঙ্করাচার্য। গঙ্গাসাগরে তার জবাবে শঙ্করাচার্য এর প্রত্যুত্তর দেন। বলেন, ''কংগ্রেসের আমলে আমি যখন কিছু বলতাম, তখন কি জনসংঘের হয়ে বলতাম? আমার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগ নেই। এটা মোদি, যোগী, সোনিয়া প্রত্যেকে জানেন।''

বিজেপির দিক থেকে তাঁর প্রতি যে আক্রমণ এসেছে, তার প্রেক্ষিতে পুরীর শঙ্করাচার্য বলেছেন, ''যার কথায় লোভ, ভয় এবং উদ্বেগ থাকে, তার কথার কোনও প্রভাব পড়ে না। আমার কথায় লোভ, ভয় এবং উদ্বেগ নেই। তাই আমার কথার প্রভাব পড়ে। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।'' তাঁর দাবি, ''অতীতে আমার সঙ্গে যাঁরা টক্কর নিয়েছেন, তাঁরা চুরমার হয়ে গিয়েছেন!'' এই প্রসঙ্গে পি ভি নরসিংহ রাও, জ্যোতি বসু, মুলায়ম সিং যাদব এবং লালুপ্রসাদ যাদবের উদাহরণ টেনে ধর্মগুরুর দাবি, ''এঁরা আমার সঙ্গে টক্কর নিয়েছিলেন। আমাকে কিছু করতে হয়নি। এঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গিয়েছেন।'' তাঁর এই মন্তব্যই বিজেপিকে 'জবাব' বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে হাই ফাইবার যুক্ত খাদ্য ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক। তাই এমন খাবার বেছে নিন যাতে ১০০ শতাংশ গোটা শস্য দানা রয়েছে

স্টেথোস্কোপ

সার্ভাইকাল ক্যানসার সচেতনতা মাস পালন

গোটা জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় সার্ভাইকাল ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস মান্থ। জরায়ু মুখের ক্যানসার হল বিশ্বব্যাপী মহিলাদের হওয়া ক্যানসারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা ভারতেই বেশি। এই ক্যানসারে মৃত্যুর ৪০ শতাংশর মধ্যে ২৩ শতাংশই এদেশে। সময় এসেছে আরও সতর্কতা এবং সচেতনতার। সঠিক সময় ধরা পড়লে সেরে যেতে পারে এই রোগ। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী।**

প্রতিবছরেই এই মাসটি পালনের একটা থিম থাকে। ২০২৪ এর সার্ভাইকাল ক্যানসার অ্যাওয়ারনেস মান্থের থিম হল— লার্ন, প্রিভেন্ট এবং স্ক্রিনিং অর্থাৎ রোগটি সম্পর্কে জানা তার প্রতিরোধ করতে সঠিক পরীক্ষা।

'বিগ ব্রাদার' খ্যাত সেই জেড গুডির কথা মনে আছে? তিনি রিয়্যালিটি শো বিগ ব্রাদারে এসে শিল্পা শেট্টির সঙ্গে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ করেছিলেন। প্রবল বিতর্কের মাঝেই তিনি ২০০৮-এ ভারতের 'বিগ বস' শো-য়ে যোগ দেন। কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। হঠাৎ জেড গুডির সার্ভাইকাল ক্যানসার ধরা পড়ায় শো ছেড়ে দেশে ফিরে যান। চিকিৎসায় অর্থ খরচ করেও বাঁচানো,যায়নি তাঁকে। মাত্র ২৭ বছর বয়সে জেড গুডি প্রয়াত হন । তাঁর রোগযন্ত্রণার সবটা টিভিতে দেখার পর অনেকেই সার্ভাইকাল ক্যানসার অসুখটি নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

সমীক্ষা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে হওয়া জরায়ুর মুখের ক্যানসার বা সার্ভাইকাল ক্যানসারের মধ্যে ২১ শতাংশই হয় এই দেশের মহিলাদের। সাম্প্রতিক ল্যানসেট স্টাডি অনুযায়ী সমগ্র এশিয়ার মধ্যে জরায়ুর মুখের ক্যানসার ভারতেই বেশি। এছাড়া সার্ভাইকাল ক্যানসারে ভারতে মৃত্যুর হার চিনের ঠিক পরেই। ক্যানসারে আক্রান্তের মৃত্যুর ৪০ শতাংশর মধ্যে ২৩ শতাংশই এই দেশে, বাকি চিনে। আরও দুশ্চিন্তার বিষয় হল, ভারতবর্ষে প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন মহিলা সার্ভাইকাল ক্যানসারে মারা যান। যদিও বহু প্রচারের ফলে সার্ভাইকাল ক্যানসারে মৃত্যুর হার আগের চেয়ে কিছুটা কমলেও এই ছবিটা খুব স্বাভাবিক নয়।

মানবদেহের সার্ভিক্সে দু'ধরনের কোষ রয়েছে— স্কোয়ামাস কোষ এবং গ্রন্থি কোষ। বেশির ভাগ সার্ভাইকাল ক্যানসার (প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ) এই স্কোয়ামাস কোষেই হয়। বাকি ক্ষেত্রে গ্রন্থি কোষে হয়। জরায়ুর নীচের অংশকে সার্ভিক্স বলে। কিছু অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে এই অংশটা চিকিৎসক দেখতে পান। এই অংশে ক্যানসার হলে তাকে সার্ভাইক্যাল ক্যানসার বলে। এটা এক ধরনের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। আরও সহজ করে বললে, সার্ভাইকাল ক্যানসার হল সার্ভিক্সের মধ্যে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এর জন্য দায়ী হল এইচপিভি বা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। এই ভাইরাসটি মহিলাদের ইউট্রাসের মুখে সার্ভিক্সে প্রি-ক্যানসারাস স্টেজ তৈরি করে। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় ইনট্রা এপিথেলিয়া নিওপ্লেশিয়া বা সিআইএন ওয়ান, সিআইএন টু ইত্যাদি। তখন ওই অংশের কোষগুলো অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে শুরু করে। অনেক সময়ই শরীরে খুব বেশি

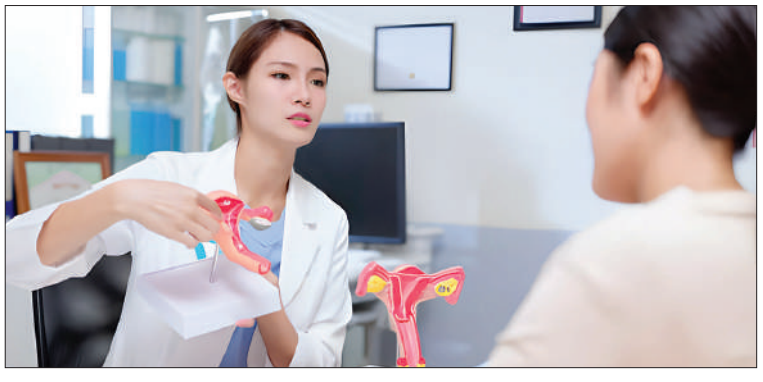

ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি থাকলে এগুলো নিজে থেকে সেরে যায়, ক্যানসার স্টেজে পৌঁছয় না। কিন্তু যদি খুব বেশি পরিমাণে ভাইরাস দ্বারা উইমেন সার্ভিক্স আক্রান্ত হয় তখন সেটা ক্যানসারে পরিণত হয় এবং শুরুতেই ধরা না পড়লে ছড়াতে শুরু করে।

লক্ষণ চিনুন

- একদম শুরুতে অনেক সময় কোনও সিম্পটম বা উপসর্গই থাকে না। কিছুই বোঝা যায় না। সেই কারণে একটা বয়স থেকে প্যাপস্মিয়ার টেস্টের কথা বলা হয়।
- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগটি ধরে গেলে ঋতুচক্রের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। যখন নিকটবর্তী টিস্যুতে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে তখন এটা হয়।
- অস্বাভাবিক বা কটু গন্ধযুক্ত ওয়াটারি ভ্যাজাইনাল হোয়াইট ডিসচার্জ বা সাদা স্রাবও হতে পারে। সেই ডিসচার্জে ব্লাডও আসতে পারে।
- পোস্ট কয়টাল ব্লিডিং বা যৌন সংসর্গের পর ব্যথা এবং অনিয়মিত রক্তপাত।
- অনিয়মিত অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, সঙ্গে কোমরে, তলপেটে ব্যথা। পা ফুলে যাওয়া।
- ঋতুবন্ধের পরেও রক্তপাত হয়।
- এই রোগে আক্রান্ত মহিলাদের খিদে না পাওয়ার কারণে অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পায়।
- দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব এবং অস্বস্তি। ঋতুস্রাব একদম কমে যাওয়া। শুধু স্পটিং হওয়া
- খুব বাড়াবাড়ি হলে ইউরিনের সঙ্গে বা স্টুলের সঙ্গে ব্লাড আসতে শুরু করে।

সার্ভাইকাল ক্যানসার কখন হয়

- সার্ভাইকাল ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায় ষোলো বছর বয়সের নীচে মেয়েদের যৌন সংস্রব হলে। এই দেশে এখনও গ্রামাঞ্চলে কমবয়সে কন্যাকে পাত্রস্থ করা হয়। যারা বয়সের আগেই একাধিক সন্তানধারণ করে ফেলে তাদের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে এই রোগ দেখা দেয়। সেক্সুয়াল হাইজিন সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ওয়াকিবহাল নয় ফলে বিপত্তি ঘটে।
- এছাড়া বহুপুরুষের সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ, অসুরক্ষিত যৌনসম্পর্ক।
- পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সময় ধরে গর্ভনিরোধক ওষুধ ব্যবহার।
- মহিলাদের অতিরিক্ত ধূমপান এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আরও একটা কারণ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- সার্ভাইকাল ক্যানসার প্রতিরোধের দুটো উপায়— প্যাপস্মিয়ার টেস্ট বা সার্ভাইকাল ক্যানসার স্ক্রিনিং এবং ভ্যাকসিনেশন।
- প্যাপস্মিয়ার টেস্ট করতে হবে। এই পরীক্ষাটি ২১ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি তিনবছর অন্তর একেবারে ৬৫ বছর পর্যন্ত করা উচিত।
- প্যাপস্মিয়ারের সঙ্গে এইচপিভি টেস্টিং করলে ভাল। সেক্ষেত্রে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর করতে হবে।
- সার্ভাইকাল ক্যানসারের ভ্যাকসিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। ৯ থেকে ১৪ বছর যখন পর্যন্ত একটি মেয়ে ভার্জিন তখনই দিয়ে দিতে হবে। প্রথম ডোজের দু'মাস পর দ্বিতীয় এবং ছ'মাস পর তৃতীয় ডোজ দিতে হবে।

চিকিৎসা

- সার্ভাইকাল ক্যানসার যখন স্টেজ ওয়ান তখন ক্যানসার শুধু সার্ভিক্সেই থাকে। স্টেজ টুতে পেলভিক ওয়ালের আগে পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। স্টেজ থ্রি-তে পেলভিক ওয়াল, গ্ল্যান্ড বা লিম্ফ নোডগুলোয় এবং যোনির এক-তৃতীয়াংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্টেজ ফোর বা যেটা সর্বশেষ পর্যায় তখন ব্লাডার এবং রেকটামে ছড়িয়ে যায়। সুতরাং চিকিৎসা নির্ভর করছে কোন স্টেজে রয়েছে তার ওপর।
- স্টেজ টু পর্যন্ত সার্জারিই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। এক্ষেত্রে সার্ভিক্স সহ সমস্ত জরায়ু, ওভারি অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়। এছাড়া আশপাশের গ্ল্যান্ডগুলোতে ছড়িয়েছে কি না দেখার জন্য গ্ল্যান্ডগুলোকে বের করা হয়।
- এর পরবর্তী ধাপ হল রেডিয়েশন থেরাপি। এর সঙ্গে চলে কেমোথেরাপিও।
- স্টেজ ফোর-এ রেকটাম এবং ব্লাডার আক্রান্ত হয়। ফলে তখন সুস্থ হয়ে ওঠা কঠিন।
- যেকোনওরকম অস্বাভাবিকতা এলেই চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে। কল্পস্কোপিক টেস্টের মাধ্যমে যোনি এবং সার্ভিক্সের অস্বাভাবিক অংশগুলোকে পরীক্ষা করা হয়।

সতর্কতা

- অসুরক্ষিত যৌনমিলন নয়। কন্ডোমের ব্যবহার করতে হবে।
- সেক্সুয়াল হাইজিন মেনে চলতে হবে।
- ধূমপান বর্জন।
- ভ্যাকসিন নেওয়া খুব জরুরি। ১৪ বছরে নিতে না পারলে ২০ বছর থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে নেওয়া যেতে পারে।
- রোগপ্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ ইমিউনিটি বেশি থাকলে সারভাইকাল ক্যানসার স্টেজ আসার আগে প্রথম ধাপেই সেরে যায়। রোগটা বাড়তে পারে না।

দুর্নীতির জেরে বাংলাদেশের নাসির হোসেনকে দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করল আইসিসি

মেলবোর্নে চমক নাগালের

বাছাই প্লেয়ারকে হারিয়ে রমেশ কৃষ্ণণের নজির স্পর্শ

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশনের বঞ্চনার জবাবটা ভাল করেই দিলেন সুমিত নাগাল। মঙ্গলবার বিশ্বের ২৭ নম্বর খেলোয়াড় কাজাখস্তানের আলেকজান্ডার বুবলিককে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন নাগাল। ম্যাচের ফল ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭/৫) ভারতীয় তারকার পক্ষে।

বুবলিক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ৩১তম বাছাই। সেখানে নাগালের র‍্যাঙ্কিং ১৩৭ নম্বর। অথচ বহু এগিয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রায় দাঁড় করিয়ে প্রথম দুটো সেট জিতে নেন ভারতীয় তারকা। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও, শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন নাগাল। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর কোনও ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে বাছাই খেলোয়াড়কে হারালেন। এর আগে এমনটা ঘটেছিল ১৯৮৯ সালে। সেবার তৎকালীন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দারুণ শুরু নাগালের।

ক্রমতালিকার শীর্ষে থাকা ম্যাটস উইল্যান্ডারকে হারিয়েছিলেন রমেশ কৃষ্ণণ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেটিও ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ম্যাচ।

এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নাগালের খেলা নিয়েই জটিলতা দেখা দিয়েছিল। ডেভিস কাপের ম্যাচ খেলতে পাকিস্তান যেতে চাননি। তাই সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশন নাগালের জন্য ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির জন্য আবেদন করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে বাছাই পর্বে খেলেই মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল তাঁকে। সেখানে টানা তিনটে ম্যাচ জিতে ফর্মে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এবার মূলপর্বেও প্রথম ম্যাচ জিতে সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থাকে যোগ্য জবাব দিলেন নাগাল।

১১ বছর আগে শেষবার কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে সোমদেব দেববর্মন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। সেই নজির এদিন ছুঁয়ে ফেললেন নাগাল। তাঁর সামনে এবার দারুণ সুযোগ তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার। কারণ পরের রাউন্ডে নাগালের প্রতিপক্ষ চিনা তরুণ শাং জুনচেং। যাঁর এটিপি র‍্যাঙ্কিং ১৪০। ঐতিহাসিক জয়ে মজে আছেন সুমিত। বলেছেন, ''আমি এখনই দ্বিতীয় রাউন্ড নিয়ে ভাবছি না। আগে এই জয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠি। আমি ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে এগোতে ভালবাসি।''

সহজ জয়ে এগোলেন আলকারেজ ও ইগা

জয়ের পথে আলকারেজ। মঙ্গলবার মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারি : প্রত্যাশামতোই জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু করলেন কার্লোস আলকারেজ। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে প্রতিপক্ষ রিচার্ড গাসকেটকে সরাসরি সেটে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন স্প্যানিশ তারকা। দ্বিতীয় বাছাই আলকারেজ ম্যাচ জেতেন ৭-৬ (৭/৫), ৬-১, ৬-২ ফলে। প্রথম রাউন্ডে তাও কিছুটা লড়াই করেছিলেন গাসকেট। যদিও টাইব্রেকারে সেট জিতে নেন আলকারেজ। পরের দুটো সেটে আলকারেজের আগ্রাসী টেনিসের সামনে অসহায় দেখিয়েছে গাসকেটকে। ম্যাচ যত গড়িয়েছে, ততই দাপট বেড়েছে আলকারেজের।

মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন শীর্ষ বাছাই ইগা সুইয়াটেকও। এদিন ইগা প্রতিদ্বন্দ্বী সোফিয়া কেনিনকে ৭-৬, ৬-২ সরাসরি সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। এদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন আলেকজান্ডার জেরেভ। তিনি প্রতিপক্ষ ডমিনিক কোয়েপফারকে ৪-৬, ৬-৩, ৭-৬, ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন। জয় পেয়েছেন আরও দুই বাছাই হোলগার রুন এবং ক্যাসপার রুডও।

মহামেডানে সই করলেন এভগেনি

প্রতিবেদন : আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে খেলার লক্ষ্যে আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী করল মহামেডান স্পোর্টিং। মঙ্গলবার রাশিয়ান উইঙ্গার এভগেনি কোজলভকে সই করিয়েছে সাদা-কাল শিবির। ফ্রি-এজেন্ট হিসেবে এভগেনি মহামেডানে সই করলেও রুশ ফুটবলারের ট্রান্সফার মূল্য বর্তমানে ২.৪ কোটি টাকা। তাই চলতি আই লিগে অন্যতম দামি ফুটবলার হতে চলেছেন তিনি। রাশিয়ার অনূর্ধ্ব ১৮, ১৯ ও ২১ দলের হয়ে খেলেছেন এভগেনি। ক্লাব স্তরে রাশিয়া ছাড়াও কাজাখস্তান, বেলারুশ এবং লাটভিয়ার লিগে খেলেছেন তিনি। ক্লাব ফুটবলে ২৭৩ ম্যাচ খেলেছেন এভগেনি। সেখানে মোট ৫৪ গোল এবং ২৯টি গোলের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

প্রতিবেদন : বন্দিপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় অর্ণব বোস স্মৃতি গোল্ডকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল। হুগলির বন্দিপুরে এই টুর্নামেন্টে জৌগ্রাম ফুটবল কোচিং ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শেওড়াফুলি স্পোর্টিং। ফাইনাল ম্যাচ উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার মেহেতাব হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপাল বিধানসভার বিধায়িকা করবী মান্না।

মাঠে সাহাল, খেলা নিয়ে এখনও সংশয়

এশিয়ান কাপে কাল সামনে উজবেকিস্তান

অনুশীলনে চনমনে সাহাল। তবু তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চিয়তা। মঙ্গলবার দোহায়।

রিয়াধ, ১৬ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ ভুলে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে ভারত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৮ নম্বরে থাকা উজবেকদের বিরুদ্ধে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচেও সাহাল আব্দুল সামাদের খেলা নিয়ে সংশয়। গত দু'দিন ধরে দলের সঙ্গেই অনুশীলন করছেন তরুণ ভারতীয় অ্যাটাকার। কিন্তু ম্যাচ খেলার মতো একশো শতাংশ ফিট নন। তাই বৃহস্পতিবার উজবেকিস্তান ম্যাচও সাহালকে হয়তো দলে রাখবেন না ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। লেফট ব্যাক আকাশ মিশ্র অনুশীলনে সতীর্থ নাওরেম মহেশের ট্যাকলে চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চোট গুরুতর নয়। সতর্কতা হিসেবে এদিন দলের সঙ্গে সেভাবে অনুশীলন করেননি আকাশ।

উজবেকিস্তানও কঠিন প্রতিপক্ষ। তিন পয়েন্ট না হলেও ভারতীয় শিবির উজবেকদের রুখে দিয়ে এক পয়েন্টের প্রত্যাশাই করছে। কাজটা যে বেশ কঠিন, তা বুঝতে পারছে স্টিমাচের ভারত। উজবেকিস্তানের সাম্প্রতিক খেলার ভিডিও দেখে তাদের শক্তি-দুর্বলতা বোঝার চেষ্টা করছে ভারতীয়রা। অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেছেন, ''উজবেকিস্তান অস্ট্রেলিয়া নয়। কিন্তু ওরাও যথেষ্ট শক্তিশালী। আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ।''

এশিয়ান কাপে ভারতের তরুণ ব্রিগেডে এমন তিনজন রয়েছেন যাঁরা দেশের জার্সিতে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ খেলেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাহুল কেপি। তিনি বলেছেন, ''দেশের হয়ে যুব বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান কাপে খেলার অভিজ্ঞতা অনেকটা একইরকম। কিন্তু এশিয়ান কাপের মান অনেকটা উঁচুতে। সেটা ছিল অনূর্ধ্ব ১৭ পর্যায়ের বিশ্বকাপ।'' গত বছর এশিয়ান গেমসে চিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত গোল করেছিলেন রাহুল। তা নিয়ে ভারতীয় তরুণ বলেন, ''ম্যাজিক মুহূর্ত ছিল সেটা। ম্যাচটা আমরা হেরে গেলেও আমার কাছে ছিল বিশেষ গোল।''

কাজ শুরু হাবাসের, ভিডিও ক্লাসে ক্লেটনরা

ডার্বির আগেই মাঠে হাবাস।

প্রতিবেদন : অপেক্ষার অবসান। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে পৌঁছে দলবল নিয়ে ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস। মোহনবাগানে তাঁর ভুমিকা বদলে গিয়েছে। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর থেকে সবুজ-মেরুনে ফের কোচের হটসিটে এই স্প্যানিশ বস। সহকারী ম্যানুয়েল পেরেজকে নিয়ে ভুবনেশ্বরের টিম হোটেলে যোগ দেন হাবাস। কোচিং স্টাফের পুরনো সঙ্গী এবং খেলোয়াড়দের দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরেন তিনি। সন্ধ্যায় স্প্যানিশ কোচই দলকে অনুশীলন করান। শুক্রবারের ডার্বিতে হাবাসেরই বেঞ্চে বসার সম্ভাবনা।

গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচ তিন পয়েন্ট এলেও স্বস্তির জয় আসেনি মোহনবাগানে। তাই হাবাসের সামনে ডার্বি জিতিয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুই প্রধানে এখন বড় ম্যাচের আবহ। মোহনবাগানের তুলনায় ভাল জায়গায় ইস্টবেঙ্গল। নাওরেম মহেশ, লালচুংনুঙ্গা ছাড়া পুরো দলকেই পাচ্ছে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দল। অন্যদিকে, চোট সমস্যা এবং জাতীয় দলে থাকা সাত ফুটবলারকে ধরলে ন'জনকে ছাড়া সুপার কাপে খেলতে হচ্ছে মোহনবাগানকে। তাছাড়া ডার্বি ড্র করলেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গল। গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় হাবাসের দলকে জিততেই হবে। ফলে অ্যাডভান্টেজ লাল-হলুদ।

মঙ্গলবার ফুটবলারদের অনুশীলন রাখেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ। কিন্তু হোটেলে ক্লেটন সিলভাদের নিয়ে মোহনবাগানের খেলার ভিডিও ক্লিপিংস দেখিয়ে কাটাছেঁড়া করেন কুয়াদ্রাত। বিকেলে মুম্বই সিটি ও পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ দেখতে যান কোচ, ফুটবলাররা। তার আগে ইয়ুথ লিগে যুব দলের ফুটবলারদের ম্যাচও দেখতে যান কুয়াদ্রাত ও তাঁর সঙ্গীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিয়েগো মারাদোনাকে খুন করা হয়েছে, দাবি পুত্র মারাদোনা জুনিয়রের

মাঠে ময়দানে

17 January, 2024 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৭ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

হালান্ড-এমবাপেকে টেক্কা ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ মেসি

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের নিরিখে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ‘দ্য বেস্ট’ ট্রফি জিতলেন লিওনেল মেসি। এর আগে ২০২২ সালেও এই পুরস্কার জিতেছিলেন মেসি। সব মিলিয়ে অষ্টমবার ফিফার বর্ষসেরা হলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেয়েদের বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি।

ছেলেদের বর্ষসেরা হওয়ার লড়াইয়ে মেসির সঙ্গে ছিলেন আর্লিং হালান্ড এবং কিলিয়ান এমবাপে। মেসি নিজে ভোট ভোট দিয়েছিলেন ২০২৩ সালে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে মোট ৫২টি গোল করা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা হালান্ডকে। ভোটাভুটিতে দেখা যায়, মেসি ও হালান্ড দু’জনেই ৪৮টি করে পয়েন্ট পেয়েছেন। কিন্তু জাতীয় দলের অধিনায়কদের ভোট সবথেকে বেশি পেয়েছেন মেসি। তাই তাঁকেই বর্ষসেরার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। হালান্ড দ্বিতীয় এবং এমবাপে তৃতীয় স্থানে থাকেন।

তবে লন্ডনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি মেসি। সব ইন্টার মায়ামির প্রি-সিজন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে এল ক্লাবের চারটি প্র্যাকটিস সেশন মিস করতেন। তাই মেসি আসেননি। তাঁর হয়ে ট্রফি গ্রহণ করেন ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি।

মেয়েদের বর্ষসেরা ফুটবলারের ট্রফি হাতে নিয়ে বোনমাতি বলেন, ‘‘আমি সেই শক্তিশালী নারী প্রজন্মের একজন, যাঁরা ফুটবলের পাশাপাশি গোটা বিশ্বকেও পাল্টে দিচ্ছেন।’’ ২০২৩ সালে ম্যান সিটিকে ট্রিমুকুট জেতানো পেপ গুয়ার্দিওলা পেয়েছেন বর্ষসেরা কোচের সম্মান। মেয়েদের সেরা কোচের পুরস্কার পান ইংল্যান্ডের কোচ সারিনা ভাইগমাগ। ম্যান সিটিরই এডেরসন পেয়েছেন বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার। মেয়েদের বর্ষসেরা গোলকিপার হন ইংল্যান্ডের মেরি আর্পস। ফিফা ফেয়ার-প্লে ট্রফি জিতেছে ব্রাজিল জাতীয় দল। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রয়াত তিন কিংবদন্তি মারিও জাগালো, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও ববি চার্লটনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। বেকেনবাওয়ারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন প্রাক্তন জার্মান তারকা পল ব্রাইটনার।

মেসির অনুপস্থিতিতে পুরস্কার নিলেন অঁরি।

কোচ মোরিনহোকে ছেঁটে ফেলল রোমা

রোম, ১৬ জানুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মিলানের কাছে হারার তিনদিনের মাথায় হোসে মোরিনহোকে ছেঁটে ফেলল রোমা। মোরিনহোর চুক্তি ছিল চলতি বছরের জুন পর্যন্ত। মিলানের কাছে শুধু হার নয়, এই নিয়ে টানা ছয়টি সেশনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হাতছাড়া হয়েছে রোমার। যদিও মোরিনহোর কোচিংয়ে প্রথম বছরে উয়েফা কনফারেন্স লিগ খেতাব জেতে রোমা। গত সেশনেও ইউরোপা লিগের ফাইনালে ওঠে তারা। যে ম্যাচে রেফারির সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন মোরিনহো। উয়েফা চারটি ম্যাচ থেকে ব্যান করে দেয় তাঁকে। যা ভাল চোখে নেয়নি রোমার মালিকরা। মিলানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও মোরিনহোকে সাসপেন্ড করা হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘হোসে মোরিনহো এবং তাঁর কোচিং স্টাফ ক্লাব ছাড়ছেন। আবেগ দিয়ে রোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা হোসে করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।’

যুবির শুভেচ্ছা

বেঙ্গালুরু : কোচবিহার ট্রফির ফাইনালে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৪০৪ নট আউটের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছে কর্নাটকের প্রখর চর্তুবেদী। যার ভূয়সী প্রশংসা করলেন যুবরাজ সিং। সোমবার প্রখর ভেঙে দিয়েছে যুবরাজের রেকর্ড। অনূর্ধ্ব-১৯ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ১৯৯৯ সালে পাঞ্জাবের হয়ে বিহারের বিরুদ্ধে ৩৫৮ রান করেছিলেন যুবি। প্রখরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বলেছেন, “আমি খুব খুশি হয়েছি। রেকর্ড ভাঙার জন্যই তৈরি হয়। আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট সুরক্ষিত।’’ নিজের অনুপ্রেরণার রেকর্ড ভেঙে প্রখরের বক্তব্য, “মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং যুবরাজ সিংয়ের খেলা দেখে বড় হয়েছি। ওঁর রেকর্ড যে ভাঙতে পেরেছি সেটা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।’’

রউফ-উবাচ

করাচি : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন পাক পেসার হ্যারিস রউফ! এমনটাই দাবি, পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, একদিনের বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রউফকে দলে চেয়েছিলেন প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ। প্রথমে রাজি হলেও, রউফ শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান। এর পরেই প্রবল সমালোচিত হতে হয়েছিল পাক পেসার। তাতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন রউফ। নিজের সিদ্ধান্তের কথা পরিবার এবং জাতীয় দলের কয়েকজন সতীর্থকেও জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁরাই রউফকে বোঝান তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে। আর তাতেই মত বদল করেন পাক পেসার।

রাজার রেকর্ড

কলম্বো : টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সিকান্দার রাজা। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে এই ফরম্যাটে টানা পাঁচ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন জিম্বাবোয়ের অলরাউন্ডার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রবিবার ৪২ বলে ৬২ রান করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা এই রেকর্ড গড়েছেন। এর আগে টানা চারটি টি-২০ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ক্রিস গেইল, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম, ক্রেগ উইলিয়ামস, রেজা হেনড্রিক্সদের। এঁদের সবাইকে টপকে নতুন নজির গড়লেন রাজা। টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে রোয়ান্ডার বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি দিয়ে শুরু। এরপর একে একে নাইজেরিয়া, কেনিয়া ও আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও হাফ সেঞ্চুরি করেন রাজা। তাঁর পঞ্চম হাফ সেঞ্চুরি এল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।

মেয়েদের ৫ গোল

রাঁচি, ১৬ জানুয়ারি : প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্বে মঙ্গলবার বড় জয় পেল ভারতীয় মহিলা হকি দল। এদিন প্রতিপক্ষ ইতালিকে ৫-১ গোলে হারিয়ে পুল ‘বি’-র দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে সেমিফাইনালে জায়গা করে দিলেন সবিতা পুনিয়ারা। সেমিফাইনালে জিতলেই অলিম্পিকের টিকিট পেয়ে যাবেন ভারতের মেয়েরা। শেষ চারে সবিতাদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী জার্মানি। তবে সেদিন হারলেও, তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচ জিতে প্যারিস যাওয়ার সুযোগ থাকছে ভারতের সামনে। ম্যাচের শুরুতেই সালিমা টেটের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারে দীপিকার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ভরতীয় দল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সালিমার গোলে ৩-০। চতুর্থ কোয়ার্টারে ভারতের চার নম্বর গোলটি করেন নভনীর কৌর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ৫-০ করেন উদিতা। ম্যাচের একেবারে শেষ সময়ে ইতালির হয়ে একটি গোল শোধ করেন রিনাল্ডি।

প্রণয়ের জয়ের দিনে হার লক্ষ্যের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে জয় পেলেন এইচ এস প্রণয়। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে প্রণয় কোর্টে নেমেছিলেন চাইনিজ তাইপের চোউ তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে। মাত্র ৪২ মিনিটে ২১-৬, ২১-১৯ সরাসরি গেমে ম্যাচ জিতে নেন প্রণয়। প্রথম গেমে চোউকে দাঁড়াতেই দেননি প্রণয়। তবে দ্বিতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে।

তবে প্রণয়ের জয়ের দিনেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন। তিন গেমের রুদ্ধশ্বাস

লড়াইয়ের পর, ১৬-২১, ২১-১৬, ২১-১৩ ব্যবধানে লক্ষ্যকে হারিয়ে চমক দিলেন আরেক ভারতীয় শাটলার প্রিয়াংশু রাজাবত। প্রথম গেম লক্ষ্য জিতলেও, পরের দুটো গেম জিতে ৭৫ মিনিটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন প্রিয়াংশু। প্রসঙ্গত, মালয়েশিয়া ওপেনের পর ইন্ডিয়া ওপেনেও ব্যর্থ লক্ষ্য। নতুন বছরটা খুব খারাপ ভাবে শুরু করলেন তিনি। পরের রাউন্ডে প্রিয়াংশু খেলবেন প্রণয়ের বিরুদ্ধে।

ছেলেদের সিঙ্গলসের অন্য একটি ম্যাচে ভারতের কিরণ জর্জ ১২-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে গিয়েছেন চাইনিজ তাইপের ওয়াং জু উইয়ের কাছে। মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন ভারতীয় জুটি গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জোলি।

স্মিথ, গ্রিনের নতুন পরীক্ষা শুরু আজ

অ্যাডিলেড, ১৬ জানুয়ারি : ডেভিড ওয়ার্নারহীন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পরীক্ষা শুরু হচ্ছে বুধবার অ্যাডিলেডে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে নতুন পরীক্ষায় বসছেন তারকা অস্ট্রেলীয় ব্যাটার স্টিভ স্মিথ। সিডনিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে টেস্ট কেরিয়ার শেষ করেছেন ওয়ার্নার। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনারের জায়গায় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওপেন করবেন স্মিথ। তাঁর সঙ্গী যথারীতি উসমান খোয়াজা। তিনে মার্নাস লাবুশেন। স্মিথের চার নম্বর পজিশনে ব্যাট করবেন ক্যামেরন গ্রিন। অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে নতুন দুই পজিশনে স্মিথ ও

প্রস্তুতির ফাঁকে স্মিথ ও খোয়াজা।

গ্রিনের নতুন পরীক্ষা হতে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, “স্টিভের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ। এটাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। প্র্যাকটিসে ওকে এতটা খুশি ও উৎসাহী কখনও দেখিনি, যেটা গত দু’দিন ধরে দেখছি।’’ টেস্টের আগের দিন মঙ্গলবার দু’দলই তাদের প্রথম একাদশ জানিয়ে দিয়েছে। দুই ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স ও জস হ্যাজলউডের সঙ্গে দুই পেসার-অলরাউন্ডার গ্রিন ও মিচেল মার্শ খেলবেন। একমাত্র স্পিনার নাথান লিয়ন।

ক্রেগ ব্রেথওয়েটের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান টেস্ট দলে অবশ্য বেশ কয়েকজন নতুন মুখ। কেমর রোচ, আলজারি যোশেফদের সঙ্গে জাস্টিন গ্রিভস, কাভেম হজ, অলিক আথানাজারা রয়েছেন।

১৬
১৭ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

মাঠে ময়দানে

17 January, 2024 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ বিশ্বকাপে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করুক বিরাট কোহলি, পরামর্শ শাস্ত্রীর

বিরাটের ঘরে লক্ষ্য হোয়াইটওয়াশ

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : আজ, বুধবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টি-২০ ম্যাচ ভারতের। মোহালি ও ইন্দোরে যে আগ্রাসী মেজাজে খেলে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে দল, সেই ছন্দেই বিশ্বকাপের আগে শেষ টি-২০ জিতে রশিদ খান-হীন আফগানদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ চায় মেন ইন ব্লু।

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ছোট ফরম্যাটে এটাই শেষ ম্যাচ হওয়ায় দলের বাকিদেরও দেখে নেওয়ার শেষ সুযোগ রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়দের কাছে। এরপর বিশ্বকাপের দল বাছাইয়ের শর্ত বলতে আইপিএল পারফরম্যান্স। তাই চিন্নাস্বামীতে প্রথম একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন নিশ্চিত। ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগে হতে পারে কিছু বদল। কুলদীপ যাদব, আবেশ খানকে গেম-টাইম দেওয়া হতে পারে। খেলতে পারেন ভারতের হয়ে শেষ ওয়ান ডে-তে সেঞ্চুরি করা সঞ্জু স্যামসনও। কুলদীপ খেলতে পারেন রবি বিষ্ণোই অথবা ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায়। মুকেশ কুমারকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হতে পারে আবেশকে। জিতেশ শর্মার জায়গায় সঞ্জুর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথম দু'টি টি-২০'তে দল দাপটে জিতলেও রোহিত কোনও রান না করেই আউট হয়ে গিয়েছেন। তবে অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে এখনই উদ্বেগের কিছু দেখছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দল চায়, হিটম্যান-স্বরূপ মেজাজেই সিরিজ শেষ করুন রোহিত। চিন্নাস্বামী আবার আইপিএল সূত্রে বিরাট কোহলির ঘরের মাঠ। নিজের হোমে টি-২০ ফরম্যাটে বড় রান করতে নিশ্চয় মুখিয়ে থাকবেন বিরাট। ১৪ মাস পর আগের ম্যাচেই দেশের হয়ে কুড়ির ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। প্রথম ম্যাচে খেলেননি। ইন্দোরে করেন ২৯ রান। বেঙ্গালুরুর আরসিবি সমর্থকরা আইপিএলের আগে বিরাটের ব্যাটে রানের সুনামি দেখার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে হাফ সেঞ্চুরি করে বিশ্বকাপের আগে বিকল্প বাড়িয়েছেন শিবম দুবে। বল হাতে উইকেটও পাচ্ছেন মুম্বইয়ের পেসার-অলরাউন্ডার। তবে নির্বাচকমণ্ডলী ও টিম ম্যানেজমেন্ট চায়, শিবম আরও বেশি বোলিং করুন। তবেই হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যাক-আপ হিসেবে বিশ্বকাপের বিমানে উঠতে পারবেন।

টিম ইন্ডিয়ার নেটে বিরাট ও রোহিত।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন অর্শদীপ সিং। তাঁর বক্তব্য, ''শেষ ১২ মাসে অনেক কিছু শিখেছি। কিছু ম্যাচ ভাল গিয়েছে। আবার কিছু ম্যাচে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে অভিজ্ঞতা অনেকটাই বেড়েছে।'' অর্শদীপ আরও বলেন, ''শেষ কয়েকটা ম্যাচে নতুন বলে বল করার সুযোগ পেয়েছি। নিজের বোলিংয়ে কিছু বৈচিত্র আনার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে, বাঁ হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে।'' সিরিজ ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার পকেটে। অর্শদীপ বলছেন, ''শেষ ম্যাচটা জিততে চাই। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এটাই আমাদের শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। তাই প্রত্যেকেই সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছে।''

চিন্নাস্বামীর বাইশ গজ টি-২০ ক্রিকেটের উপযোগী হয়। পাটা উইকেটে রান উৎসব দেখার আশায় ভক্তরা। এখানে ছোট বাউন্ডারি বিগ হিটারদের বিস্ফোরণের জন্য আদর্শ। এমন একটা পরিবেশে শেষ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের আগে মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে শ্রীলঙ্কা ও আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে আফগানিস্তানের কাছেও। রশিদ না থাকায় আফগানদের বোলিং একটু কমজোরি। শেষ ম্যাচে সঠিক কম্বিনেশনের খোঁজে আফগানিস্তান।

রাহানের চোখ ১০০ টেস্টে

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সুযোগ পাননি তিনি। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্টেও থাকবেন ব্রাত্য। তারপরেও দেশের জার্সিতে ১০০ তম টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখছেন অজিঙ্ক রাহানে।

ভারতীয় টেস্ট দলে যে ফেরা কঠিন সেটা ভাল করেই জানেন রাহানে। কারণ রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতের টেস্ট দলেও এখন তারুণ্যের ছোঁয়া বেশি। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে বিহারের বিরুদ্ধে চোটের কারণে খেলেননি তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে নামলেও গোল্ডেন ডাক হয়ে মাঠ ছাড়েন রাহানে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসাবে রঞ্জি ট্রফি যেমন জিততে চাই, ঠিক তেমনি চাই ভারতের হয়ে শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে।'' এখনও পর্যন্ত ৮৫টি টেস্ট খেলেছেন রাহানে।

সেরা দীপ্তি

দুবাই : আইসিসির বিচারে ডিসেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হলেন ভারতের দীপ্তি শর্মা। তাঁর সঙ্গে সেরার দৌড়ে ছিলেন আরেক ভারতীয় তারকা জেমাইমা রডরিগেজ ও জিম্বাবোয়ের প্রেসাস মারাঙ্গে। ডিসেম্বর মাসে ব্যাটে-বলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্যই সেরা হলেন দীপ্তি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ে বল হাতে দু'ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তিনি।

বাজবল নিয়ে চাপে নেই শ্রেয়স

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দলে জায়গা পাননি। বরং বোর্ডের নির্দেশে মুম্বইয়ের হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। শ্রেয়স আইয়ারের পাখির চোখ এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড সিরিজে।

চলতি মাসেই পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারত আসছেন বেন স্টোকসরা। ক্রিকেট মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে, ভারতের পিচ সহায়ক উইকেটে ইংল্যান্ডের বহুচর্চিত 'বাজবল' ব্র্যান্ড কতটা কার্যকর হয়, তা দেখার জন্য। এই প্রসঙ্গে শ্রেয়সের বক্তব্য, ''আমি কখনও বিপক্ষের রণনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাই বাজবল নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করছি না। জরুরি হল, নিজেদের শক্তির বিচারে পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মাঠে নেমে তা কার্যকর করা। ইংল্যান্ড সিরিজে নিজের সেরাটাই দেব।''

শ্রেয়স আরও যোগ করেছেন, ''পাঁচ ম্যাচের সিরিজে আপাতত প্রথম দুটো টেস্টের দল ঘোষণা হয়েছে। আমার ফোকাস তাই আপাতত এই দুটো টেস্টে। লাল বলের ক্রিকেটে সফল হওয়ার জন্য মানসিক দৃঢ়তা থাকা জরুরি। কারণ প্রতিদিন আপনাকে ৯০ ওভার মাঠে থাকতে হবে। একটা সেশনেই ম্যাচের রং পাল্টে যেতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''ইংল্যান্ড সিরিজে কেমন পিচ পাব জানি না। হয়তো ঘূর্ণি উইকেটে খেলতে হবে। তবে ঘূর্ণি হোক বা সবুজ পিচ, আমি সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরি রাখছি।''

হার্দিক ফিট হলেও সানির বাজি শিবম

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে শিবম দুবের পারফরম্যান্স মন জয় করেছে সুনীল গাভাসকরের। প্রথম দুই ম্যাচেই হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন শিবম। বল হাতে উইকেটও নিয়েছেন। হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে অলরাউন্ডার হিসাবে নির্ভরতা দিয়েছেন শিবম।

গাভাসকর বলছেন, ''হার্দিক যদি খেলতে না পারে, তাহলে তো কথাই নেই। এমনকী, হার্দিক ফিট হলেও টি-২০ বিশ্বকাপ দলে শিবমের জায়গা পাকা। সুযোগ পেয়েই যা পারফরম্যান্স করেছে। তাতে ওকে বাদ দেওয়া কঠিন। সত্যি কথা বলতে কী, নির্বাচকদের শিবম কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছে।'' এর আগেও জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন শিবম। কিন্তু নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। দল থেকে ছিটকেও গিয়েছিলেন। যদিও গাভাসকর মনে করেন, এই সিরিজের পারফরম্যান্স মুম্বইয়ের বাঁ হাতি অলরাউন্ডারকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। সানির বক্তব্য, ''সিরিজের প্রথম দুটো ম্যাচের পারফরম্যান্স শিবমকে এই বিশ্বাসটা দেবে যে, ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যোগ্য। সতীর্থদের কাছ থেকে সম্মানও আদায় করবে।''

ভারতীয় বোর্ডও শিবমের পারফরম্যান্সকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ''নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে শিবম আরও বেশি বোলিং করুক। তাহলে দলে ওর জায়গা আরও পাকা হবে। হার্দিক খুব চোটপ্রবণ। তাই শিবম নিয়মিত বল করলে, টি-২০ বিশ্বকাপে ঢোকার দাবিটা জোরালো হবে।'' একই সঙ্গে সূত্রের খবর, বোর্ডের নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে শিবম ও যশস্বী জয়সওয়ালকে যোগ করা হবে।

টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যু দেখতে চাই না : লারা

অ্যাডিলেড, ১৬ জানুয়ারি : টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচানোর বার্তা ব্রায়ান চার্লস লারার। টেস্টে ৪০০ রানের বিশ্বরেকর্ডধারী ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি মনে করেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যেই শুধু লাল বলের ক্রিকেটকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। লারা বলেছেন, ''আমার মতো যারা টেস্ট ক্রিকেট খেলেছে, এই ফরম্যাটের প্রতি যে ভালবাসা আমার ছিল সেটা মাথায় রেখে বলতে পারি, টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যু আমি দেখতে চাই না। আমার আশা, ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের বাইরে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাও টেস্ট ক্রিকেটকে গুরুত্ব দিক। আমরা সবাই চাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেরা দলগুলো খেলুক। নিউজিল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর পিছনে হয়তো কোনও কারণ আছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটকে অবহেলা করা উচিত নয়।''

নিজের দেশের ক্রিকেট নিয়ে লারা বলেছেন, ''১৮-১৯ বছরের তরুণ যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে পরোয়া না করে আইপিএলকে বেছে নেয়, এর মধ্যে আমি কোনও দোষ দেখি না। ক্রিকেটারদের আর্থিক নিরাপত্তাও দরকার। কিন্তু এখানে দায়িত্ব নিতে হবে ক্যারিবিয়ান বোর্ডকে। অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড যেটা করছে সেটা করতে হবে আমাদের বোর্ডকেও। তরুণ প্রজন্মের ক্যারিবিয়ানদের বোঝাতে হবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ঠিক কী! কী আমাদের ইতিহাস! কীভাবে আমরা সেটাকে রক্ষা করতে পারি।''